# চন্দ্রনাথ দর্পণ।

প্রথম ভাগ

কলিযুগের প্রসিদ্ধ চন্দ্রনাথ তীর্থের বিবরণ।

"বিশেষতঃ কালযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে।
কলৌ কাশ্যধিকা প্রীতিঃ শ্রীচন্দ্রশেখরে নগে॥"

ইতি শিববাক্যম্

শ্রীপ্রাণকুমার চক্রবর্ত্তি-প্রণীত।

কলিকাতা,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৫ সাল।

# উৎসর্গ পত্র।

শ্রীশ্রী৺ক্রমদীশ্বর শম্ভুনাথ দেবের

অনন্ত শ্রীচরণ সরোজেষু।

বাবা!

আমার অতি যতনের ধন চন্দ্রনাথ দর্পণ নামে এই ক্ষুদ্র পুস্তক বহু দিনের পর তোমারই কৃপায় প্রকাশিত হইল। ইহা সংসারে আর কাহাকে উপহার দিব, কাহার হস্তে অর্পিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে স্থির করিতে না পারিয়া তোমার শ্রীচরণে অতি ভক্তিভরে অর্পণ করিলাম। যদিও ইহা তোমার সম্পূর্ণ অযোগ্য তথাপি ইহা এই অধমের অতি পরিশ্রমের ধন। তোমার চরণপ্রান্তে বসিয়া ইহা লিখিয়াছি, অতএব ইহা তোমার শ্রীচরণেই অর্পণ করিলাম। এই হতভাগার প্রতি কৃপাপূর্ব্বক যদি ইহায় শ্রীচরণে স্থান দাও তবে আমার সাধন সফল হইল মনে করিব।

চিরসেবক—

শ্রীপ্রাণকুমার চক্রবর্ত্তী।

# ভূমিকা।

আমার অতি সাধনের ধন চন্দ্রনাথ দর্পণ বহু অনুসন্ধানে বহু দিনের পর প্রকাশিত হইল। আমি চন্দ্রনাথ তীর্থের মাহাত্ম্য কি বুঝিব। তবে কি না আমি এই পুস্তক প্রণয়নে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পর্ব্বত, চূড়া, গহ্বর প্রভৃতি দুর্গম ও দুরারোহ স্থান সকল এবং ব্যাসাশ্রম বাটী প্রভৃতি পরমার্চ্চনীয় মহাত্মা শ্রীযুক্ত নারায়ণানন্দ ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য সাধুদের সহিত পর্য্য-বেক্ষণ করিয়াছি। এমন কি পর্য্যায়ক্রমে প্রায় অনেক রাত্রি ঘুমায় নাই; কখন বাবার শ্রীচরণ প্রান্তে, কখন জ্যোতির্ম্ময়ে, কখন সীতাকুণ্ডের গহ্বর প্রভৃতি স্থানে বসিয়া অনেক রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি। উক্ত ব্রহ্মচারীর কৃপায় ও বাবার আশীর্ব্বাদে কোনও রূপে সফল-মনোরথ হইয়াছি। যখন আমি সংসারে অশান্তি-সাগরে ভাসমান ছিলাম, তখন শান্তির জন্য বাবার শ্রীচরণ প্রান্তে বসিয়া কতই কাঁদিয়াছি। শেষে এক দিন রাত্রিতে আদেশ হইল "তুই আমার মাহাত্ম্য প্রচার কর্, তা'হলে তোর সহসা শান্তি হইবে।" আদেশ হওয়া মাত্রেই আমি এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করি। বাস্তবিক সেই হইতে আমার মনে শান্তি হইতে থাকে। এই পুস্তক খানি প্রণয়ন করিয়া শীঘ্র ছাপাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ স্বধর্ম্ম-নিরত জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার রায়ের কোনও গুরুতর কার্য্যে আবদ্ধ হওয়াতে কিছুকাল তথায় থাকিতে হইয়াছিল। তথায় মনে আবার অশান্তি আসে এবং আমার শরীরও নিতান্ত অসুস্থ হয়; সেই অসুস্থাবস্থায় আমি সীতাকুণ্ডে আসি-

লাম। তথায় আসিয়া পুস্তক মুদ্রিত করিতে কলিকাতা যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে আমার ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরা নিষেধ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের কথায় একান্ত বাধ্য হইয়া তিনমাস কাল ব্যাসাশ্রমে পুরশ্চরণ করিবার বাসনা করিয়া দুইজন সাধুর সহিত আমি তথায় অবস্থান করিলাম। ব্যাসাশ্রমে বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া জপে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু পুরশ্চরণ করিতে বসিবামাত্রেই আমার শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইতে লাগিল। হাত হইতে বরাবর মালা স্খলিত হইতে লাগিল। কে যেন বলপূর্ব্বক আমার হাত হইতে মালা ফেলিয়া দিতেছে বোধ হইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মচারী মহাশয় ক্ষান্ত থাকিতে উপদেশ দিলেন, তবুও আমি জপ করিতে লাগিলাম। রাত্রিতে আমি একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়ি। তখন আদেশ হইল, "তুই পূর্ব্বে যে সঙ্কল্প করিয়াছিলি তাহাই কর্, তাহাতে তোর মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" এই আদেশ হওয়া মাত্রেই আমি সেই নিতান্ত দুর্ব্বল অবস্থায় কাহাকেও না বলিয়া কলিকাতায় আসিয়া ৯৯ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট্‌স্থ জমিদার শ্রীযুক্তা জগত্তারিণী দাসীর বাটীতে অবস্থান করি। ইনি আমার চন্দ্রনাথের যাত্রী। ইনি প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে আমার সেবা শুশ্রূষা করেন, তাঁহার বাটীতে অবস্থান করিয়া কিছু সুস্থ হইলে পর পুস্তকখানি লইয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া মনোবাসনা ব্যক্ত করা মাত্রেই তিনি নিতান্ত আগ্রহের সহিত পুস্তকখানি প্রকাশের ভার লইলেন। এমন কি তিনি অর্থ সাহায্যও করিলেন। তাঁহারই উপদেশ মতে আমি পুস্তকখানি লইয়া

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি এই পুস্তকের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক নিতান্ত আগ্রহের সহিত প্রুফ ও অশুদ্ধ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য আমি উক্ত মহাত্মার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম। পুস্তকখানি যাহাতে ছোট বড় সকলের আদরণীয় হয় এবং যাহাতে সকল শ্রেণীর লোকে ভাব অনুসারে বুঝিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিয়াছি। আমি ইহাতে নিজের মনগড়া কোন কথা লিখি নাই, তাই সাধারণের বিশ্বাস জন্য শেষভাগে তন্ত্র ও পু হইতে কতিপয় শ্লোক সন্নিবেশিত করিলাম। পা ণ ভ্রমেও ইহা বিশ্বাস করিবেন না যে, আমি মন খেলিলাম। যে খেলা স্বয়ং ভগবান খেলিয়াছেন, ব্য খেলা প্রধান নায়ক স্বরূপে অভিনয় করিয়াছেন, তা াস মাত্র লিখিলাম। দেবীপুরাণ, চৈত্রমাহাত্ম্য খ তন্ত্র প্রভৃতি দেখিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন। অ হইতে কয়েকটি শ্লোকমাত্র এবারে উদ্ধৃত করিলাম, বারান্তরে সম্যক্ প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। এখন যদি এই পুস্তকখানি সর্ব্বসাধারণে আদৃত হয়, তবেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

ণকুমার চক্রবর্ত্তী

ীতাকুণ্ড, ৮ চন্দ্রনাথ ধাম।

ওঁ তৎসৎ।

# চন্দ্রনাথ দর্পণ।

## বন্দনা।

চরাচরগুরু যিনি ওঁকারের জ্যোতি ;
পূর্ণরূপে বিরাজেন শিখর সংহতি।
চন্দ্রমায় চন্দ্রকান্তি অতি মনোহর ;
অরুণময় জ্যোতি বামে মরি কি সুন্দর।
ভক্তিভরে নমি হৃদে যুগল চরণ ;
কৃপা কর চন্দ্রনাথ দাও শ্রীচরণ।
গয়া গঙ্গা বারাণসী আদি বৃন্দাবন,
ভারতের তীর্থচয় ক'রে আকর্ষণ,
যথায় গভীর ধ্যানে ব্যাস মুনিবর
ভাবে গুরু চন্দ্রনাথে যুগ যুগান্তর।
সেই গুরু ব্যাস পদে নমি বার বার ;
কি আছে কি দিব গুরু পদে উপহার।
নমি মাগো বীণাপাণি তব শ্রীচরণে ;
কৃপাদৃষ্টি কর মাগো অবোধ সন্তানে।
চন্দ্রনাথ তব গুণ গাইব কেমনে ;
ব্যাস আদি মুনি-বৃন্দ অশক্ত বর্ণনে।

সাহসে করিয়া ভর তবু সাধ মনে ;
গাইব তোমারি গান বসি তব সনে।
স্তুতি-নতি-ভক্তি হীন অতি অভাজন ;
অধমেরে দয়া কর অধমতারণ।
দয়াময় সন্নিধানে এই আকিঞ্চন ;
নিন্দাভয়ে নাহি ভুলি যেন শ্রীচরণ।
বার বার আসি আমি এ মহীমণ্ডলে ;
তব কার্য্যে রত যেন থাকি কুতূহলে।
অসার সংসার ঘোরে যেন নাহি ঘুরি ;
বিষয় বাসনানলে যেন নাহি পুড়ি।
নমি মাগো অন্নপূর্ণে তব শ্রীচরণে ;
কৃপা করি স্থান দিও এ অধম জনে।
কলিযুগে অন্নগত জীবন সবার ;
অন্নকষ্টে সবে করে পাপ অনিবার।
পথপ্রদর্শক যাঁরা সমাজ-ভূষণ,
জ্ঞানের আলোক যাঁরা ব্রহ্মবাচ্য হন ;
অন্নভয়ে স্বীয় ধর্ম্ম করি বিসর্জ্জন,
অম্লান বদনে করে পরের সেবন।
বিদ্যাহীন হ'য়ে কেহ ঘুরে ফিরে মরে
নির্ব্বোধ অলস কেহ দোষে অদৃষ্টেরে।
অন্নতরে স্বীয় বৃত্তি করিয়া বর্জ্জন—
অধমের বৃত্তি সবে করিছে গ্রহণ।

যাঁরা যাঁরা ধর্ম্মকার্য্যে আছে অধিষ্ঠিত সুধী
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিসর্জ্জিয়ে করিছে অহিত।
ধার্ম্মিক-প্রবর কেহ লোভে করি মন;
অকাতরে ধর্ম্মভাব করে বিসর্জ্জন।
হায় হায় কত দশা আমাদের হায়!
সেই পূর্ব্ব রাজা নাই যে পোষে সবায়।
স্বার্থ হেতু ভক্তিভরে ডাকি অন্নদায়;
কলিযুগে স্বার্থহীন কেহ নাহি হায়।
পরহিংসা পরদ্বেষ পরশ্রীকাতর;
পরগ্লানি পরনিন্দা করে ভয়ঙ্কর।
শতনেত্রে পর-দোষ করে অন্বেষণ;
স্বীয় দোষে দৃষ্টিপাত না করে কখন।
এইকালে ধর্ম্মগ্রন্থি প্রায় ছিন্ন হায়;
ধর্ম্মশূন্য জীবনের কি হবে উপায়।
তাই দয়াময় তুমি অতি কৃপা ক'রে,
সহসা অধম জীবে নিস্তারের তরে;
কলিযুগে উমাসহ শ্রীচন্দ্র শেখরে
নিবাসিবে ব'লেছিলে ব্যাস মুনিবরে।
ক্রমে ক্রমে তীর্থ সব তোমারি ইচ্ছায়;
কলিযুগে প্রকাশিত হ'তেছে ধরায়।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে নাথ তোমারি গৌরব;
সর্ব্বস্থানে যায় নাই মিশিয়ে সৌরভ।

দিনে দিনে তোমারি মহিমা বিবর্দ্ধন ;
অগণ্য লোকের স্রোত বহিছে এখন।
দয়াময় কি বলিব তোমারি মহিমা ;
ব্রহ্মা আদি দেবগণে দিতে নারে সীমা।
ক্ষুদ্রবুদ্ধি হই আমি অবোধ সন্তান ;
কিরূপে করিব স্তুতি নিতান্ত অজ্ঞান।
তবু তন্ত্র অনুসারে সংক্ষেপ করিয়া ;
বর্ণিবারে চাহি কিছু তোমারে স্মরিয়া।
পূর্ণ কর দয়াময় ক্ষুদ্র আকিঞ্চন ;
অপূর্ণ রেখো না প্রভু পূর্ণ সনাতন।
জয় জয় চন্দ্রনাথ জয় শম্ভুনাথ ;
দীনহীনে দয়া কর অনাথের নাথ।
তোমারি মহিমা নাথ ব্যক্ত কর তুমি ;
অন্যে উপলক্ষ্য মাত্র চন্দ্রনাথ স্বামি !

## আবাহন।

এস বঙ্গবাসি, এস হিন্দুগণ,
দেখ দেখ সবে মেলিয়ে নয়ন ;
পরম পবিত্র শ্রীচন্দ্র শেখরে
প্রকৃতির শোভা হের প্রাণভ'রে।
স্তরে স্তরে কত নিকুঞ্জ কানন,
সুশোভিত কত কুসুমিত বন।
ষড়-ঋতু-জাত ফল-পুষ্প আদি,
মৃত-সঞ্জীবনী কত মহৌষধি ;
স্থানে স্থানে শোভে তাঁহারি কৃপায় ;
পার যদি খুঁজে লওরে সবায়।
তরুগণ সব শাখা বিস্তারিয়ে,
অপূর্ব্ব মনোজ্ঞ আবাস রচিয়ে ;
সাধু ঋষিদের বিশ্রাম কারণ,
ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র করে নিবারণ.।
কত যোগি-ঋষি বসি স্থানে স্থানে
বিল্বপত্র ফুলে বিবিধ বিধানে ;
জয় চন্দ্রনাথ শম্ভুনাথ ব'লে,
পূজে বিশ্বনাথ মন-কুতূহলে।
থেকে দৃশ্যান্তরে সিদ্ধ-মুনিগণ,
সর্ব্বদা অলক্ষ্যে করিছে ভ্রমণ।

শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি শুনা যায় কভু,
কভু শুনা যায় 'জয় জয় বিভু'।
শুনিয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হয়,
ভক্ত-মানবের উথলে হৃদয়।
কভু বিরূপাক্ষে কভু চন্দ্রনাথে
আলোক লইয়া যেন নিজ হাতে;
প্রদানে আরতি বিভু সনাতনে,
অশেষ জীবের মঙ্গল-বিধানে।
কভু কোলাহল নিশীথ সময়ে
ডাকে যেন কেহ নাম উচ্চারিয়ে;
ক্ষণপরে সেই কোলাহল নাই,—
নীরব নিস্তব্ধ রয়েছে সবাই।
শুধুই অদূরে থেকে "বিভু" পাখী,
"জপ-স্তব কর" বলিতেছে ডাকি;
অন্য বিভু পাখী থেকে দৃশ্যান্তরে
"জপ কর" বলে সুমধুর স্বরে।
অন্য এক পাখী বাঁশরীর তানে,
"শিবযোগী ভজ" বলিছে সঘনে।
সীতাকুণ্ড মাঝে সীতাপাখী বলে—
"সীতারাম ভজ" মন-কুতূহলে।
দিবসে সে পাখী কভু নাহি ডাকে,
কে বলিতে পারে কোথা তারা থাকে।

সেই সীতাকুণ্ডে নিশীথ সময়,—
ঘণ্টা মন্দিরার শব্দ শ্রুত হয়।
ডাকে পরস্পরে কলকণ্ঠ স্বরে,
ঠিক যেন বায়ু পর্ব্বত উপরে।
এস বঙ্গবাসি এস এস চলি,
হিংসা-দ্বেষ রোষ অভিমান ভুলি;
চন্দ্রনাথ ধাম কর দরশন,—
পবিত্র প্রেমের নিকুঞ্জ-কানন;
দেখে দূরে যাবে সংসার যাতনা,
শোক-তাপ-জ্বালা ঘুচিবে বেদনা।
সংসারের দুঃখ সংসারে থাকিবে,
এ পবিত্র ধামে দুঃখ না পশিবে;
ব'সে চন্দ্রনাথে বটবৃক্ষ তলে,—
সেবি সুমধুর মলয় অনিলে—
হেরিবে যখন বঙ্গ পয়োনিধি,
কি রঙ্গে তরঙ্গ বহে নিরবধি;
কলকল করি সুমোহন তানে,
ছুটিছে তরঙ্গ শেখরের পানে।
তখন বুঝিবে কি সুন্দর স্থান,
প্রেমানন্দে গাবে চন্দ্রনাথ গান;
তখন বুঝিবে কি আনন্দ মরি,
এ সুন্দর দৃশ্য কভু নাহি হেরি।

বুঝি তরঙ্গিণী চন্দ্রনাথ ব'লে,
প্রেমে উচ্ছ্বসিত পবিত্র সলিলে
প্রেমানন্দে কভু নাচিয়ে নাচিয়ে,
চ'লে যায় কভু ডুবিয়ে ডুবিয়ে।
স্তুতি গান করি বিবিধ বিধানে,
বাধাবিঘ্ন সব উপেক্ষিয়া মনে ;
নাহি শুনি কারো নিষেধ বচন,
কলির মানবে নিন্দিয়ে তখন ;
বলিতেছে সিন্ধু সকরুণ স্বরে,
অশ্রু-নীর-পূর্ণ দুঃখিত-অন্তরে ;
"শুন নরগণ শুন যত্ন ক'রে,
আলস্য করোনা ভেবোনা অন্তরে।
ধররে মানব উপদেশ ধর,—
কার্য্যক্ষেত্রে সবে হও অগ্রসর ;
শম দম দুই রাখিয়ে প্রহরী,
ভক্তি ব্রহ্মবাণে শত্রুনাশ করি।
যায় যাবে প্রাণ কিবা ক্ষতি তায়,
চিরস্থায়ী কিবা আছে এ ধরায় ;
তবু কেন শুধু অনিত্যে মজিয়ে,
ক্ষেপিবে সময় মিছা খেলা নিয়ে !
পুত্র পরিবার কেহ নহে কার,
ছায়াবাজি-সম জেনো এ সংসার।

শুধু নয় তব কর্ত্তব্য জীবনে,
পরিবার-বর্গ ভরণ-পোষণে ;
অনন্ত কর্ত্তব্য র'য়েছে সমুখে,
খুঁজে নিয়ে তাহা সাধ একে একে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তের লীলা ;
অনন্ত কৃপায় ভাসে জলে শিলা।
ফেলে দাও তর্ক পণ্ডিতপ্রবর ;
তর্কে কিবা ফল ক'রে কূটোত্তর।
যে আস্বাদ পায় সে মাত্র বুঝিবে ;
অপরে কখন বোঝাতে নারিবে।
তর্ক ক'রে কেন হইবে অস্থির ;
তর্কেতে পাইবে যাতনা গভীর।
বিবেকের পথ কর অন্বেষণ ;
তাঁহারি আদেশে চল অনুক্ষণ।
সেই বিশ্বময় তখন অন্তরে ;
উপদেশ দিবে সুমধুর স্বরে।
স্থির ক'রে মন শুন তাঁর কথা ;
তবে সে দেখিবে তাঁহারে সর্ব্বথা।
বিচলিত হ'য়ে যদি নাহি শুন ;
মায়া-মোহ-জালে জড়িবে হে পুনঃ।
হাসিবে কাঁদিবে সংসারের ঘাতে ;
অনুতাপানলে পুড়িবে পশ্চাতে।

সেই বিশ্বময় তখন অন্তরে ;
চলিয়া যাইবে অতি ত্বরা ক'রে।
কর্ম্মফল তুমি ভুগিবে আপনি ;
দোষী কেন কর পরজনে তুমি।
যেইরূপ কার্য্য সেইরূপ ফল ;
কুকার্য্যে কি কভু ফলিবে সুফল ?
বাসনা নিবৃত্তি হইবে যখন ;
তখন পাইবে শান্তি অনুপম।
বাসনা নিবৃত্তি না হ'লে সংসারে ;
আসিবে যাইবে পুনঃ ঘুরে ফিরে।
অতএব বলি শুন নরগণ ;
ত্বরা ক'রে কর বাসনা পূরণ।
তাই বলি নর কুসঙ্গে পড়িয়ে ;
পার্থিব বিভবে অনর্থ মজিয়ে।
অন্তর বাসনা পূরণ হবে না ;
সেরূপে নিবৃত্তি কখন পাবে না।
বরঞ্চ বাসনা প্রজ্বলিত হ'য়ে ;
হায় হায় ক'রে মরিবে পুড়িয়ে।
অতএব বলি ধর্ম্ম ধন নিয়ে,
নিবৃত্তি করিবে একান্তে বসিয়ে।
তা হ'লে তোমার বাসনা পূরণ
হইবে, পাইবে শান্তি মনোরম.

সদা প্রেমানন্দে প্রফুল্লিত হবে ;
নাচিবে ডুবিবে কতই গাইবে।
প্রেমে ডুবু ডুবু হবে সদা মন ;
এ বিশ্ব সংসারে সকলি আপন।
কেহ শত্রু নাই আত্মীয় সকলি ;
লোক লজ্জা ভয় দূরে যাবে চলি॥
দেখে তোর ভাব হাসিবে সকলে ;
অভিমানী হ'য়ে মানে যশে বলে।
পাগল বলিয়ে কেহ বা হাসিবে ;
চোর দুষ্ট ভণ্ড কেহ বা বলিবে।
তখন মনুজ আমারই মত ;
পশিবে না কাণে ভাল মন্দ যত।
তখন হাসিবে প্রেমরসে ভাসি ;
তখন হইবে প্রেমিক সন্ন্যাসী।
তখন গাইবে শিব শম্ভু গান ;
শ্রীচরণে সঁপি তনু-মন-প্রাণ।
এরূপে করিলে কর্ত্তব্য পালন ;
তবে হ'তে পারে কিঞ্চিৎ সাধন।
কত যোগি-ঋষি দীর্ঘ প্রাণায়ামে
রহিয়াছে বসি এই পুণ্যধামে।
তবু বোঝে নাই তাঁহারি মহিমা ;
শত মুখে আমি দিতে নারি সীমা॥

তুমি কি বুঝিবে কলির মানব ;
তাই বলি তুমি থেকোনা নীরব
দৃঢ় ভক্তি ক'রে এস চন্দ্রনাথে ;
দেখ চন্দ্রনাথে দেখ শম্ভুনাথে।
তা হ'লে মিলিবে তোর মোক্ষ পদ ;
বিপদ ঘুচিবে পাইবে সম্পদ।
দেখিলে স্বচক্ষে কৈলাস ভবন ;
পাপ দূরে যাবে শান্ত হবে মন।
পাপী মানবের মুক্তির কারণে,
দয়া ক'রে নাথ এসে এই ধামে ;
উদ্ধারিছে নরে অবলীলা ক্রমে,
মানস সঙ্কল্প মানস পূজনে।
কলির মানব অল্পায়ু হইবে ;
বেদ মত ক্রিয়া সাধিতে নারিবে।
জপে স্তবে কেহ নাহি দিবে মন ;
ব্রত উপবাস কঠোর বন্ধন।
আগমোক্ত ক্রিয়া সকলে সাধন
করিবে না কলি যুগের লক্ষণ।
তাই সদাশিব অতি স্নেহভরে,
সহজ সুপথ দেখাইয়ে নরে ;
লইবারে নরে তাঁহারি সদন,
ভূতলে চট্টলে বিরাজে এখন।

ভক্তিভরে যেবা একবার ডাকে;
দয়া ক'রে নাথ কোল দেন তাকে।
পাপী মানবের কষ্ট বিলোকনে;
দয়াময় পিতা থাকিবে কেমনে।
তাই কৃপা ক'রে চন্দ্রনাথে এসে;
ভারতের তীর্থ রেখে একপাশে।
পাপী সন্তানের হাতে হাতে ধরি;
নিয়ে পুণ্যধাম চট্টলে শ্রীহরি।
আশ্বাসি সন্তানে মধুর বচনে;
তারক ব্রহ্মনাম মন্ত্র দিয়ে কাণে।
একে একে সবে দেন মোক্ষ পদ;
দূর ক'রে দেন অশেষ বিপদ"।
এইরূপে সেই তীর্থরাজ সিন্ধু;
কলি-মানবের বড় প্রিয় বন্ধু।
উপদেশ দিয়ে মধুর বচনে;
আসিতেছে বিশ্বনাথেরি সদনে।
চুমিয়া চুমিয়া চরণ যুগল;
মহা-প্রেমানন্দে হাসে খল খল।
চুমে বার বার মাতোয়ারা হ'য়ে;
কোথা চলি যায় কে পায় খুঁজিয়ে।
পুনঃ পুনঃ চুমে পুনঃ চ'লে যায়;
চপলার মত কিবা শোভা পায়।

উঠ বঙ্গবাসি উঠ একবার ;
মোহ নিদ্রাবেশে থাকিও না আর।
এস নরনারী এস ত্বরা করি ;
অসার ভাবনা সবে পরিহরি।
চন্দ্রনাথ ধামে এসে বার বার ;
প্রকৃতির লীলা হের অনিবার।
দেখে দূরে যাবে গোলকের ধাঁধা ;
মানসে দেখিবে শ্রীগুরু শ্রীরাধা।
দেখ দেখ সবে মানস নয়নে ;
অপরূপ রূপ পরম যতনে।
অহং ব্রহ্ম জ্যোতি খেলিছে সতত ;
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত কমলা-সেবিত।
খেলিছে কমল কমলিনী সনে ;
কমল উপরে কমল আসনে।
বিনা কমলেতে খেলিছে কমল ;
শশধর-জ্যোতি অতি নিরমল।
বিনা কমলিনী খেলে কমলিনী ;
নাহি তার গতি দিবস রজনী।
ভক্তগণ সঙ্গে সেই কুণ্ডলিনী ;
স্বয়ম্ভূ দলেতে স্বয়ম্ভূ-বাসিনী।
খেলিতেছে খেলা সেই কমলিনী ;
মরি কি অমৃত আনন্দ-দায়িনী।

যখন জাগাবে তখন জাগিবে ;
অহংব্রহ্ম জ্যোতি মানসে দেখিবে।
অপরূপ জ্যোতি অহংব্রহ্ম জ্যোতি ;
পূর্ণ সে ওঁকার শশধর জ্যোতি।
বামে আদ্যাশক্তি অষ্টদলে স্থিতি ;
অগতির গতি পূর্ণচন্দ্র জ্যোতি।
পরম যতনে নেহার দ্বিদলে ;
শশধর বামে পূর্ণরবি জ্বলে।
নামে আদ্যাশক্তি অক্ষয় সে জ্যোতি ;
দর্শনে স্পর্শনে ভববন্ধ মুক্তি।
অচ্যুত অব্যয় অহং নিরঞ্জনী ;
স্বয়ম্ভু দলেতে স্বয়ম্ভু-বাসিনী।
শায়িত র'য়েছে সহস্র কমলে,
ভাসিয়ে সর্ব্বদা প্রেম-সিন্ধু-জলে।
জয় জয় শম্ভু জয় জয় মাতা ;
শ্রীগুরু সহিতে প্রকাশি সর্ব্বথা।
মনের কণ্টক দাও দূর ক'রে ;
নিরখি সেরূপ মন প্রাণ ভ'রে।
গুরু ত্রিপুরারি নিয়ে শুভঙ্করী ;
খেলিতেছে খেলা সে কৈবল্য-পুরী।
এস এস সবে এস ত্বরা করি ;
এ অপূর্ব্ব [illegible] হের যত্ন করি।

এস বঙ্গবাসি এস হিন্দুগণ;
দেখ চন্দ্রনাথে ভরিয়ে নয়ন।
খুলিয়ে বিজ্ঞান করগো সন্ধান;
এ নিগূঢ়-তত্ত্ব করিতে প্রমাণ,
ভেবে ভেবে তব বুদ্ধি হত হবে;
বিস্ময়-সাগরে ডুবিবে গো সবে।
নাস্তিক নিশ্চয় আস্তিক হইবে;
নিরাকার-ব্রহ্ম সাকারে আসিবে।
প্রেমে-প্রফুল্লিত শান্ত হবে মন;
আঁধার হইতে আলোকে গমন
করিয়ে, ভাবিবে ও রাঙ্গা চরণ;
পাবে নব-দেহ নবীন জীবন।
নব নব ভাবে পুলকিত মন;
নিত্য নব ভাব হইবে তখন।
যবে নব নবে নিত্য-নিরঞ্জন,
হইবেন তুষ্ট প্রভু ত্রিলোচন।
হেরিবে তখন সবে পিতামাতা;
ভাই ভগ্নী সখা বালক দুহিতা।
প্রেম অশ্রুনীরে ভাসিবে নয়ন;
অবিচ্ছেদ প্রেমে ডাকিবে তখন।
"ওহে দীনবন্ধো অখিলের পতি;
দাও শ্রীচরণ অগতির গতি।

ভুলিয়ে তোমায় র'য়েছি কোথায়;
মিছে ধরা মাঝে হায় হায় হায়।"
কত যোগী ঋষি অনাহারে বসি;
ব্রহ্মজ্ঞান লাভে আছে দিবানিশি।
তবু ব্রহ্মজ্ঞান পায় না সন্ধানে;
বিনোদ বাসরে পাইবে কেমনে।
এস বঙ্গবাসি ঘুমা'ওনা আর;
ঘরে ঘরে কর মাহাত্ম্য প্রচার।
বল বার বার মানবের কাণে;
চন্দ্রনাথ নাম উচ্চারি সঘনে।
বিনয়ে মানবে বল বার বার;
সদাশিব আজি নিকটে সবার।
ছাড় মোহমায়া কেটে ফেল পাশ;
নতুবা সবার হবে সর্ব্বনাশ।
অন্য তীর্থে গিয়ে করিওনা বাস;
চন্দ্রনাথ ধামে কর কাশীবাস।
কলিযুগে কাশী চন্দ্রনাথ ধাম;
বারাহী তন্ত্রেতে দেখ গো প্রমাণ।
"বায়ু" "কূর্ম্ম" "মেরু" "শ্রীদেবী পুরাণে";
চন্দ্রনাথ নাম পাইবে সন্ধানে।
দেখিলে প্রত্যয় হইবে তোমার;
কলিযুগে তীর্থ এই মাত্র সার।

এ ঘোর কলিতে এই তীর্থ সার ;
হেথায় মানব এস একবার।
অনিত্য আবাসে অনিত্যের আশে ;
থেকো না মানব এস নিত্য বাসে।
আজি না আসিলে চন্দ্রনাথ ধাম ;
ধেয়ে সবে কালি আসিবে এ স্থান।
রোগী শোকী তাপী সংসার-বিরাগী ;
এস চন্দ্রনাথে হ'য়ে সর্ব্বত্যাগী।
রোগ-শোক-তাপ দূরে যাবে চলি ;
নিরাপদ তবে হইবে সকলি।
শিব-বাক্য ইহা কভু মিথ্যা নয় ;
স্বচক্ষে দেখিলে হইবে প্রত্যয়।
নতুবা যাঁহারা এসেছে এ ধামে ;
জিজ্ঞাস তাঁদেরে মধুর বচনে।
শুন তাঁহাদের অপূর্ব্ব বারতা ;
তবে সে ঘুচিবে তব মনোব্যথা।
নহে ইহা জেনো কবির কল্পনা ;
যে করে নক্ষত্রে কুসুম তুলনা।
নহি কবি আমি বিদ্যা-বুদ্ধি-হীন ;
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানে অতি অর্ব্বাচীন।
জন্মি সুপবিত্র শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম-কুলে ,
ব্রহ্ম-জ্যোতি হীন প'ড়েছি অকূলে।

কলঙ্ক রোপিয়ে সুপবিত্র কুলে;
কলঙ্কের হার পরিয়াছি গলে।
কোথা ভরদ্বাজ তপোধন সার;
আমিই তোমার কুলের অঙ্গার।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ শতবার;
যে জীবনে করি এত অত্যাচার।
এস ভরদ্বাজ এস ভৃগু মুনি;
বশিষ্ঠ কশ্যপ বিশ্বামিত্র গুণি।
পুলহ পুলস্ত্য অত্রি মুনিবর;
শুনি তোমাদের বারতা সুন্দর।
পূর্ব্ব কথা শুনি পুলকিত হব;
এ ব্যাকুল প্রাণে আনন্দ পাইব।
এস সাধু ঋষি এস এই ধামে;
গাও প্রেম গান চন্দ্রনাথ নামে।
খুঁজে দেখে নেও প্রচার ভূতলে;
অদৃশ্য যে তীর্থ অবনী মণ্ডলে।
নাগ ফণি বীণা ফুকার সুবাঁশী;
চন্দ্রনাথ ধামে বাস কর আসি।
যে জন করিবে মহিমা প্রকাশ;
অন্তে তার হবে কৈলাসে নিবাস।
দেশে দেশে গাও তাঁরি প্রেম গান;
অসীম ব্রহ্মাণ্ডে কে তাঁর সমান।

কর ইষ্ট কাজ শক্তি সহকারে ;
লও শিব নাম লও একবারে।
আনন্দে নাচিয়ে কর যোড় করি ;
মাগ মোক্ষবর সর্ব্ব পরিহরি।
মিনতি করিয়ে বলি বার বার ;
আলস্যে ভুলিয়ে নাহি থেকো আর।
ঘোর কলিকালে আয়ু হ'ল শেষ ;
অন্তিমে পাইবে যাতনা বিশেষ।
সময় থাকিতে কর মোক্ষ কাজ ;
ইষ্ট চিন্তা কর নাহি কর ব্যাজ।
ধন পুত্র ল'য়ে পাগল হ'ও না ;
বিষয় কানন আশ্রয় ক'রো না।
মুখে শিব হরি বল বার বার ;
জয় চন্দ্রনাথ শম্ভুনাথ সার।
জয় রাধা কৃষ্ণ জয় সীতারাম ;
জয় জগন্নাথ বল অবিশ্রাম।
উঠ হে ভারতি ঈশান-বিশ্বাসী ;
হিন্দু নাম ধারী দেখ সবে আসি।
পূজ শম্ভুনাথে পূজ চন্দ্রনাথে ;
পূজ রাধাকৃষ্ণে পূজ জগন্নাথে।
ঘোর কলি প্রায় সমাগত হ'ল ;
জাতি বর্ণ ভেদ রসাতলে গেল।

মুখে সব শুধু ধর্ম্ম ধর্ম্ম করি ;
করিছ ভণ্ডামী আহা মরি মরি।
হিংসা দ্বেষে পূর্ণ শরীর তোমার ;
তবু বল হিংসা দ্বেষ কোন্ ছার।
পর নিন্দা শুনে প্রফুল্ল হৃদয় ;
এইরূপে কর পরমায়ু ক্ষয়।
মুখে বল সবে সাত্ত্বিক আচার ;
নিন্দ না কাহারে বল বার বার।
ধর্ম্মভাণ মাত্র রহিয়াছে সবে ;
একি নহে কলি প্রবল এ ভবে ?
ঘোর কলি এল এস এস ভাই ;
মাতা পিতা ভগ্নি চল সবে যাই।
এসে সদাশিব ডাকে দ্বারে দ্বারে ;
কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি অতি স্নেহ ভরে।
শুন বলি মন শুন তাঁর কথা ;
উপদেশ বাক্য করো না অন্যথা।
ফেলে দাও মালা মিছে জপ স্তব ;
চন্দ্রনাথ নাম মুখে কর রব।
তুলসীদাস বলে জেনো ইহা সার ;
"যে জপিবে মালা শালা সে তাঁহার।
করে যে জপিবে ভাই বটে তিনি ;
গুরু বলে তাঁরে মনে জপে যিনি।"

অতএব মনে জপ নিরবধি ;
তরিতে অনিত্য এ ভব জলধি
পর-উপকার দয়া সদাচার ;
সত্যনিষ্ঠা ব্রত পাল অনিবার।
ডাক ভক্তিভরে প্রেম অশ্রুজলে ;
শিব শম্ভুনাথ চন্দ্রনাথ ব'লে।
দেও দেও পদে প্রেম পুষ্পাঞ্জলি ;
যাও দেশে দেশে শিব শম্ভু বলি।
কলিযুগে এই ধর্ম্ম মাত্র সার ;
শিব শিব নাম কর অনিবার।
সাধ এই ধর্ম্ম কর শিব নাম ;
যে নাম লইলে পূরে মনস্কাম।
চন্দ্রনাথ ধাম কর দরশন ;
তাহ'লে সহজে পাবে মুক্তিধন।
উঠ বঙ্গবাসি ঘুমা'ওনা আর ;
ঘোর কলি এল কি হবে এবার।
যমদুত সব "ওলা" "প্লেগ" বেশে ;
নির্যাতিছে সবে অশেষ বিশেষে।
কভুবা ঝটিকা ভয়ানক বেশে ;
কভু ভূকম্পনে নাশিছে এ দেশে।
কভু বা আহবে শতঘ্নী কবলে ;
যাইতেছে কত প্রাণি পলে পলে।

কুরুক্ষেত্র যোগ অষ্টগ্রহ যোগ ;
যুদ্ধের উদ্যোগ নিয়োগ বিয়োগ।
যোগে যোগে সবে করিবে বিনাশ
জীবনের আর নাহি কোন আশ।
অনিত্য ভাবিয়ে অনিত্য জীবন
নিত্যধনে ভাব মনে অনুক্ষণ।
চল চল তবে চলরে এখন ;
চন্দ্রনাথ ধামে চল সর্ব্বজন।
বাস ক'রে তথা থাক কুতূহলে ;
শমনের ভয় তবে যাবে চ'লে।
কাশী প্রাপ্ত হ'লে পাবে তথা মুক্তি ;
তন্ত্রে তন্ত্রে শিব করেছেন উক্তি।
নির্ব্বাণ পাইবে মরিবে যে জন ;
পঞ্চ ক্রোশ শিব নির্ব্বাণ কারণ।
উঠ বঙ্গবাসি ছয়ত্রিশ জাতি ;
ঘোর কলি এল উঠ সবে মাতি।
হায় হায় দেখ সমাজ ভিতরে,
আবাল বিধবা প্রতি ঘরে ঘরে ;
র'য়েছে কেনরে বিষণ্ণ অন্তরে,
কি দোষে বলরে কি ভেবে কি করে।
তারা কত পাপী ছিল জন্মান্তরে ;
সেই পাপ ফলে সদা জ্ব'লে মরে।

আয় আয় আয় জনম-দুঃখিনি;
আয় আয় আয় বিধবা কামিনি।
লজ্জা ভয় মান দিয়ে জলাঞ্জলি;
কুল যশ রূপে আয় পদে দলি।
কার তরে লজ্জা কার তরে ভয়;
জয় বিশ্বনাথ জয় জয় জয়।
তোদের কি ফল এ নব জীবনে;
সুকেশ বিন্যাস শরীর শোভনে।
বলরে দুঃখিনি বল বল মোরে;
কি সুখে মজিয়ে র'য়েছ সংসারে।
কেটে ফেল্ তোরা সংসার বন্ধন;
চন্দ্রনাথ ধামে চল্‌রে এখন।
পর-পুত্র নিয়ে বিষয় সংসারে;
ম'জোনা দুঃখিনী বিষের ভাণ্ডারে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম কর সুফল পাইবে;
শিবধর্ম্ম ফলে নির্ব্বাণ লভিবে।
আয় ভক্তিভরে অনুতাপ ক'রে;
আয় তোরা আয় দুঃখিত অন্তরে।
বৈরাগ্য আসনে বৈরাগ্য বসনে;
আয় আয় সবে বৈরাগ্য ভূষণে।
শিব হরিনাম লও যত্ন ক'রে;
শমনের ভয় না রবে অন্তরে।

কর কর কর সদা প্রেমপান ;
প্রেমময়ে হের প্রেমে অবিশ্রাম।
অনিত্য নাথের বিরহ বিচ্ছেদে ;
কেঁদো না দুঃখিনি শোক-তাপ-খেদে।
অনিত্য নাথেরে ভেবোনা কখন ;
নিত্য শম্ভুনাথে ভাব অনুক্ষণ।
চন্দ্রনাথ স্বামী তোদেরি কারণ ;
ভূতলে চট্টলে বিরাজে এখন।
প্রেম অশ্রুনীরে ডাক অনিবার ;
শত-জন্ম-পাপ ঘুচিবে সবার।
বিরহ বেদনা সংসার যাতনা,
মায়া-মোহ-ভ্রম অসার ভাবনা ;
যাবে তারা দূরে এই স্থানে মরি ;
দুঃখিনি বিধবা এস ভক্তি করি।
উঠ হিন্দুগণ ছয়ত্রিশ জাতি ;
বাল বৃদ্ধ যুবা লইয়ে সংহতি।
আনন্দে নাচিয়ে দুই বাহু তুলে ;
হিংসা দ্বেষ মান মায়া মোহ ভুলে।
যাও চন্দ্রনাথে ধরি হাতে হাতে ;
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজাতে বাজাতে।
মুখে সদা কর শিব হর নাম ;
শিব শম্ভু ব'লে গাও অবিশ্রাম।

ভারত-ললনা ভারত-জননি ;
যাও চন্দ্রনাথে দিয়ে হুলুধ্বনি।
পবিত্র হৃদয়ে প্রেম অশ্রুভরে ;
কর প্রেম গান চল রে সত্বরে।
বামা কণ্ঠে গান অতি সুললিত ;
মধুর সুতানে দেবতা মোহিত।
যাও যাও সবে ভক্তি সহকারে ;
প্রেমানন্দ ধামে প্রেমের বাজারে।
প্রেমানন্দে বসি বিকি কিনি কর ;
কপট চাতুরী ছাড়হ সত্বর।
দ্বারে দ্বারপাল ভৈরব প্রধান ;
সামান্য দোষেতে করে শাস্তি দান।
অতএব সবে কপট ক'রো না ;
করিলে পাইবে অনন্ত যন্ত্রণা।
কপটতা ছেড়ে চন্দ্রনাথ দ্বারে ;
বেচা কিনা কর সে প্রেম বাজারে।
নেও ফলফুল নেও বিল্বদল ;
স্বর্ণ রৌপ্য পুষ্প নেও স্বর্ণ ফল।
মন্দাকিনী-জল দুগধ শীতল ;
নেও পট্টবস্ত্র নেও রে কম্বল।
নেও বাঘাম্বর নেও কৃষ্ণাজিন ;
নেও জপমালা শঙ্খ সুপ্রবীণ।

নেও কমণ্ডলু নেও স্বর্ণ ছাতা ;
বিভূতি চন্দন সিদ্ধি সিদ্ধি-দাতা।
সিদ্ধি বিজয়ায় শিব প্রীত হন ;
ভক্ত-মনোবাঞ্ছা করেন পূরণ।
যার যাহা আছে দিয়ে সেই ধন
কেন দ্রব্য, ধারে নাহি প্রয়োজন।
প্রবেশ মন্দিরে হের গদি'পরে ;
বিরাজিত গুরু প্রফুল্ল অন্তরে।
মানস নয়নে নেহার তাঁহারে।
পরব্রহ্ম গুরু ব্যাপ্ত ত্রিসংসারে।
দেও পদে তাঁর রজত কাঞ্চন ;
গন্ধ পুষ্প বস্ত্র দেও পাদ্যাসন।
অভিপ্রায় মত যাহা ইচ্ছা দাও ;
শক্তি অনুসারে যাহা তুমি পাও।
কর যোড় ক'রে সভক্তি অন্তরে ;
লও পদধূলি লও যত্ন ক'রে।
অনুমতি মাগ অতি সকাতরে ;
শিব শম্ভুনাথ হেরিবার তরে।
বিচারি তোমারে মোহান্ত তখন ;
আদেশিবে যেতে স্বয়ম্ভূ-সদন।
অনুমতি নিয়ে চল ভক্তি করি ;
দেখিতে একান্তে মানসে শ্রীহরি।

যেয়ে দেখ তথা পরম যতনে;
অপরূপ রূপ মানস নয়নে।

---

## দর্শন।

"দ্বীপি-চর্ম্মাম্বরে হের বিশ্বেশ্বরে;
বিরাজিত নাথ প্রফুল্ল অন্তরে।
বামে আদ্যাশক্তি ত্রিভুবন সার;
বিভূষিত ভস্মে বিশ্বরূপ যাঁর।
কমণ্ডলু শূল ডমরু শ্রীকরে;
জটাধর উগ্র তেজ কলেবরে।
বালার্ক-কিরণে সুশোভিত মরি;
নিত্য নিরাকার অব্যয় শ্রীহরি।
রূপ বিশ্বরূপ শিব শব্দরূপ;
শব্দ-জ্ঞান-তত্ত্ব-রূপ বহুরূপ।
শূন্য হ'তে শূন্য লয় হ'তে লয়;
যাঁহার ইচ্ছায় সৃজন প্রলয়।
অষ্ট শক্তিসহ অষ্ট মূর্ত্তি তাঁর;
গৌরী-পীঠ দেখ স্বর্ণ রেখাকার।
জটা-বিহারিণী গঙ্গা নিরমল;
বহে নিরন্তর ধুয়ে পদতল।"
এইরূপে সবে হের অনিবার;
"জগদীশ শম্ভু" নাম জেনো তাঁর।

## শম্ভুনাথ দর্শন।

দেখ দেখ সবে মানস নয়নে;
দেখ অবিশ্রাম পরম যতনে।
যে দেখিবে ভবে এইরূপে ভবে;
তবে মোক্ষপদ সে জন পাইবে।
অনুতাপানল তখনি নিবিবে;
সদা শান্তি রসে সুখে বিচরিবে।
আশা তৃষ্ণা ক্ষুধা সংসার যাতনা;
ঘুচিবে নিশ্চয় বিরহ বেদনা।
মান অপমান সুস্থান কুস্থান;
হবে না কখন স্থানাস্থান জ্ঞান।
লোক লজ্জা ভয় দূরে যাবে চলি;
প্রেমানন্দে নেচে দিবে হাততালি।
ষোড়শোপচারে নানা উপহারে,
সুবর্ণে রজতে পূজ রে তাঁহারে।
বিল্বপত্র জলে সুগন্ধ চন্দনে;
পূজ শম্ভুনাথ যুগল চরণে।
যেমন পূজিবে পাইবে তেমন;
ফলাফল শম্ভু সাক্ষাতে তখন।
প্রেমে ভোর হ'য়ে শক্তি-সহকারে;
পূজ যত্ন করি পূজ পূজ তাঁরে।
চুম্ব আলিঙ্গন দাও বার বার;
চরণ-অমৃত লওরে তাঁহারে।

কুণ্ডলিনী মুখে দেও হোম করি ;
অভিষেক আর তর্পণ আচরি।
পেয়ে সে অমৃত আস্বাদ তখনি ;
ভূতলে স্বরগ নিবে মনে গণি।
সবে পিতামাতা বালক দুহিতা ;
সবাই আত্মীয় হবে তোর মিতা।
হিংসা-দ্বেষ-রোষ দূরে যাবে চলি ;
ধন ধান্য পুত্র লভিবে সকলি।
রাজত্ব দেবত্ব ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব ;
ব্রহ্ম-বিষ্ণুপদ পাবে পদ-তত্ত্ব।
পরব্রহ্ম পদ মুক্তি পদ চাও ;
শক্তি অনুসারে যাহা তুমি পাও।
মন্ত্র-পাঠ ক'রে প্রণম তাঁহারে ;
লও আশীর্ব্বাদ ভক্তি-সহকারে।
দক্ষিণা প্রদান পূজারীর করে ;
ইচ্ছা মত সবে অতি প্রেমভরে।
এইরূপে হেরি শিব-শম্ভুনাথে।
যতেক দেবতা নেহার পশ্চাতে।
যাও চন্দ্রনাথে যাও যাও চ'লে ;
হরগৌরী শিব হেরগো পাতালে।
গিরি গোবর্দ্ধন বিরূপাক্ষে যাও ;
ঊনকোটী শিব দেখিবারে ধাও।

ঝর ঝর সদা গহ্বর ভিতরে ;
পড়ে জল কোটি-লিঙ্গের উপরে।
এ সুন্দর স্থান দেখ দেখ সবে ;
দেখিলে স্বচক্ষে বিস্ময় হইবে।
পথে "ছত্রশিলা" কপিল-আশ্রম ;
কি সুন্দর স্থান কিবা মনোরম।
বহু দূর হেরি শিব চন্দ্রনাথে ;
ক্লেশ জ্ঞান কভু ক'রোনা যাইতে।
শিব নামে ক্লেশ দূরে যাবে চলি ;
ক্ষুধা-তৃষ্ণা শিব নাশিবে সকলি।
যেতে বহু কষ্ট কণ্টকিত বন ;
সঙ্কীর্ণ সে সব পথ সুদুর্গম।
পিছলিয়ে কভু পতিত হইবে ;
পাছুয়ান তাতে কখন না হবে।
ভুলিওনা মন্ত্র সাধ মন প্রাণে ;
যাও যাও চ'লে চন্দ্রনাথ স্থানে।
প্রেম-ভক্তি-ভরে যদি যাও চলি ;
সহজ সুপথ পাইবে সকলি।
এসে অন্নপূর্ণা দেখ জগন্নাথে ;
লক্ষ্মী-সরস্বতী বাসুদেব সাথে।
সীতাকুণ্ডে যেয়ে দেখ সীতারাম ;
ব্রহ্ম-নাভি আদি পঞ্চকুণ্ড স্থান।

রাজ্যভ্রষ্ট রাম জানকীর সঙ্গে
এসেছিল হেথা অতি মনোরঙ্গে
রামের অজ্ঞাতে অষ্টভুজা সীতা
স্নান তরে কুণ্ডে ডুব দিল হেথা
ভাবিয়া শ্রীরাম কুণ্ড প্রাণ হর
অধৈর্য্য হইয়ে শাপিল সত্বর।
কলিযুগে চারি সহস্র বৎসর ;
থাকিবে এ কুণ্ড লুপ্ত তারপর।
অদৃশ্য এখন সেই কুণ্ড স্থান ;
স্বচক্ষে আসিয়ে দেখগো প্রমাণ।
পাতাল হইতে এসে কালীমাতা ;
রামসীতা মন্ত্র নিয়েছিল হেথা।
মহাবলশালী বীর হনুমান,
এ পরীক্ষা কুণ্ড করিয়া নির্ম্মাণ ;
পার্শ্বচর রূপে বিরাজেন তথা ;
পূর্ব্বাংশে ধর্ম্মাগ্নি জ্বলিছে সর্ব্বদা।
পরীক্ষা অনলে হইয়ে তাপিতা ;
কুণ্ডে শাপ দিল অষ্টভুজা সীতা।
কলিকাল শেষে উঠিয়া অনল ;
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড দহিবে সকল।
সীতাকুণ্ডে যেবা যায় হৃষ্ট মনে ;
তার পুণ্যফল অশক্ত বর্ণনে।

রামকুণ্ড স্নানে ব্রহ্মপদ পাবে ;
বৃষকুণ্ড স্নানে বিষ্ণুপুর যাবে।
প্রত্যক্ষ এ স্থান জেনো সর্ব্বজন ;
"ছিন্ন-মস্তা"তন্ত্রে কর অন্বেষণ।
দেখিলে এ স্থান বিস্ময় জন্মিবে ;
রামসীতা প্রেমে বিভোর হইবে।
অঘোর কানন গহ্বর ভীষণ ;
একাকী দিবসে যায় না কখন।
ছিনু সপ্তরাত্র পরম যতনে ;
কোন এক ধর্ম্ম কর্ম্ম-সম্পাদনে।
ছিল সাথে এক সাধু বড় জ্ঞানী ;
যাঁহাকে মানসে গুরু অনুমানি।
পাগল সে জন এ পাগল মত ;
কাণ্ডজ্ঞান-হীন হাসিছে সতত।
বসিয়াছি মোরা গহ্বর ভিতরে ;
জ্বলিছে ধর্ম্মাগ্নি ধক্ ধক্ ক'রে।
কি সুন্দর মরি সেই অগ্নিরূপ ;
এ অনল নহে তাহারি স্বরূপ।
ক্ষণে ক্ষণে কত আকার গ্রহণ ;
করিছে নীলাগ্নি আশ্চর্য্য দর্শন।
দেখিতেছি লীলা একতান মনে ;
নিশা দ্বিপ্রহর সময় গমনে।

শুনিলাম মরি কি সুন্দর স্বর ;
এ ছার সংসারে নাহি সেই স্বর।
ক্রমে ক্রমে শুনি স্বর স্বর স্বর ;
হইতেছে চারি দিকে নিরন্তর।
ডাকে পরস্পরে কি যে ভাষা সনে
জানিনে সে ভাষা লিখিব কেমনে।
শুনিলাম আরো মৃদু ঘণ্টাধ্বনি ;
কি অপূর্ব্ব ধ্বনি কেমনে বাখানি।
এইরূপ লীলা দণ্ড চারি ছিল ;
ছায়া বাজি মত কোথা চ'লে গেল।
দেখিয়া এরূপ আশ্চর্য্য ঘটন ;
বিশ্বময় প্রেমে হইনু মগন।
শুনে এই কথা ভদ্র সদাচারী,
কোন এক বন্ধু বি-এ পাঠকারী,
গিয়েছিল মোর আশ্বাস বচনে ;
অশ্রুত অপূর্ব্ব লীলা বিলোকনে।
শুনিল সে স্বর সেই ঘণ্টাধ্বনি ;
প্রেমে অচেতন হইল তখনি।
পর পর দিনে দুই এক জনে ;
গিয়েছিল তথা ভক্তি করি মনে
শুনেছিল কেহ সুমধুর স্বর ;
মন্দিরার শব্দ মরি কি সুন্দর।

মন্দিরার শব্দ অতি সন্নিধানে;
শুনেছি সুস্পষ্ট বৃষকুণ্ড স্থানে।
লোক কোলাহল মৃদু কণ্ঠস্বর;
হ'ল যেন মেরু পর্ব্বত উপর।
এ পর্ব্বতে শিব বিষ্ণুচক্র দিয়া,
সতীর দক্ষিণ শ্রীকর কাটিয়া,
ফেলিলেন শাস্ত্রে বলে নিরন্তর;
লিখিতে সে সব হইবে বিস্তর।
দুর্গম সে স্থান কেহ নাহি যান;
ইচ্ছা আছে মনে যেতে সেই স্থান।
সুদূর এ আশা ফলিবে কি মোর;
হব কি জীবনে প্রেমেতে বিভোর।
এইরূপ কত লীলা সুবিস্তর;
হইতেছে চন্দ্র-নাথে নিরন্তর।
বিশ্বাসী যেজন এই স্থানে এস;
নির্জ্জনে একান্তে স্থির হ'য়ে বস।
অবশ্য শুনিবে হেরিবে সকলি;
নাহি কার্য্য আর লিখে লিখে বলি।
উঠ উঠ সবে চল চল যাই,
অন্য অন্য তীর্থ খুঁজিয়ে বেড়াই।
চল তবে দেখ প্রচণ্ড ভৈরব;
ক্ষেত্রস্থ দেবতা দেখ দেখ সব।

শিব-নেত্রানল দেখ জ্যোতির্ম্ময় ;
ধর্ম্ম অগ্নি জ্বলে হ'য়ে জলময় ।
অন্নপূর্ণা দুর্গা দেখ কালীমাতা ;
বটুবৃক্ষ ব্যাস দেখ চণ্ডীমাতা ।
এই স্থানে শিব ব্যাসে বর দিল ;
শিবের ত্রিশূল হেথা নিক্ষেপিল ।
শূল নিক্ষেপণে কুণ্ড বিরাজিল ;
ধূমসনে অগ্নি উঠিতে লাগিল ।
ব্যাস দেব তাহা দেখে হৃষ্টমন,
পাষাণের দেহ করিয়ে গ্রহণ,
মহাধ্যানে মগ্ন কুণ্ডের পশ্চিমে ;
ধন্য ব্যাসদেব ধন্য ধরাধামে ।
বারাণসী ধামে যেই সব ঋষি,
বসিবারে স্থান দিলনারে হাসি ;
এবে তারা মরি তোমারি কৃপায়,
ধ্যানে মগ্ন সবে তোমারি ছায়ায় ।
তব শিষ্য জ্ঞানী সূত মহামতি,
ষাইট সহস্র লইয়ে সংহতি ;
তব পুণ্যধামে এসেছে এখন,
নৈমিষ অরণ্য ত্যজি সর্ব্বজন ।
তব কুণ্ডোদকে তরপণ স্নান,
সুবর্ণ ইত্যাদি করে সপ্ত দান ;

তার পুণ্যফল কি লিখিব আমি
অশক্ত যেখানে নারায়ণ স্বামী।
স্নানে গঙ্গাফল শিবেতে বিলয়;
অশ্বমেধ ফল তর্পণে লভয়।
গয়াশ্রাদ্ধ শত পিণ্ড দানে লভে;
এমন সুতীর্থ পাবে কোথা ভবে।
যাও স্নান কর নদ "মনমথে";
গঙ্গাস্নানাধিক ফল পাবে তাতে।
মুণ্ডন করহ মন্মথ গয়াতে;
শত-জন্ম-পাপ ঘুচিবে তাহাতে।
ফল্গুতীর্থে কর সুপিণ্ড অর্পণ;
কত ফল পাবে নাহি নিরূপণ।
"মন্মথ" "সুভদ্রা" "কর্করী" মিলনে;
কর স্নান কর পরম যতনে।
ইহাই ত্রিবেণী যুগতীর্থ সার;
বল কোন তীর্থ রহিল তোমার।
বায়ু পর্ব্বতেতে পার যদি যাও;
জগন্নাথ রাধা কৃষ্ণ তথা চাও।
দশমহাবিদ্যা খুঁজে দেখ তথা;
পূর্ণব্রহ্ম রাম সহ সীতা মাতা।
কিন্তু মরি হায় সেই সব স্থান;
বড়ই দুর্গম কেহ নাহি যান।

চল যাই করি আহার বিহার ;
পঞ্চক্রোশী ত্যজি আশ্রম সবার।
চল পরদিনে প্রত্যুষ সময়ে ;
বাড়ব দর্শনে প্রফুল্লিত হ'য়ে।
দক্ষিণে দ্বিক্রোশ হবে সেই স্থান,
চল চল যাই করি প্রেমগান।
বাড়ব অনল দেখ মনোহর ;
জলেতে অনল জ্বলে নিরন্তর।
হেন অত্যাশ্চর্য্য দেখিয়াছ কোথা ;
দেখ দেখ চক্ষে দেখ এসে হেথা।
পাতাল-উদ্ভব পবিত্র সলিলে ;
শিবযোগনেত্র অগ্নি সদা জ্বলে।
পুষ্পকেতু কাম ভস্মীভূত হ'ল ;
প্রলয়ে প্রলয় করিবে অনল।
ধর্ম্ম চন্দ্র শক্তি আছে কুণ্ডত্রয় ;
স্নানদানে অশ্বমেধফল হয়।
সপ্তজিহ্বাত্মক বহ্নি সদা জ্বলে ;
"মুক্তিক ঈশ্বর" শিব তাঁরে বলে।
ঈষতুষ্ণ বটে বাড়বের জল ;
কেমন অদ্ভুত জ্বলিছে অনল।
কর স্নান কর কর ভক্তিভরে ;
সন্দেহ ক'রো না ক্ষণেকের তরে।

দেখিবে তোমার ধার্ম্মিক প্রবর ;
চুম্বিছে শরীর মরি কি সুন্দর।
এ অগ্নির মত পোড়া নাহি যাবে ;
প্রেমে ভোর হয়ে আনন্দে নাচিবে।
যদি পাপী হও কভু সে অনল ;
স্পর্শিবে না তব শরীর সমল।
অথবা নিবিবে মহাপাপী হ'লে ;
পাপী সাধু সবে হের এই স্থলে।
দেখরে জ্বালাগ্নি শত জিহ্বাত্মিকা ;
পবিত্র অনল শতমুখী শিখা।
দেখ হুতাশন সপ্তমুখ যাঁর ;
"বক্রেশ্বর" শিব নিকটে যাঁহার।
প্রচণ্ড ভৈরব দেখ দেখ সবে ;
দেখিলে স্বচক্ষে বড় ভয় পাবে।
দধি দুগ্ধ আদি কুণ্ড সারি সারি ;
দেবতার নাম লিখিতে না পারি।
কত দেবদেবী র'য়েছে তথায় ;
লিখে শেষ করি শক্তি নাহি হায়।
চল চল সবে আশ্রমেতে যাই ;
অতিশয় ক্লান্ত হ'য়েছ সবাই।
চল পরদিনে উত্তরেতে যাই ;
চম্পক অরণ্য লবণাক্ষ চাই।

দেখ মন্দাকিনী ঊর্দ্ধপ্রবাহিণী;
ব্রহ্মা বিষ্ণু সূর্য্যকুণ্ড গুরুধুনী।
জিহ্বা গদালোল নীলাদ্রি সকল
মণিকর্ণিকার চক্রতীর্থ স্থল।
উত্তরবাহিনী মন্দাকিনী তীরে;
একাদশ রুদ্র খুঁজগো অচিরে।
নরসিংহদেব মহর্ষি কপিল;
হেথা প্রেমানন্দে নির্ব্বাণ লভিল।
কর স্নান কর সহস্র ধারায়;
ভবে ভবপদ লভিবে ত্বরায়।
বহু উচ্চ হ'তে সহস্র ধারায়;
ঝর ঝর জল পড়িছে নামায়।
এ হেন সুদৃশ্য দেখ দেখ সবে;
মনেতে নিশ্চয় বিস্ময় জন্মিবে।
পাবেনা সংসারী করিতে দর্শন;
তীর্থ সারি সারি আছে অগণন।
চল তবে পুনঃ বাসগৃহে যাই;
আহার বিহার করিয়ে বেড়াই।
চল সবে চল প্রদোষ সময়ে;
শম্ভুর আরতি দেখি চল যেয়ে।
যদি ইচ্ছা হয় দেখ ভাল ক'রে;
দিন পাঁচ সাত থেকে ভক্তিভরে।

যাহারা র'য়েছ সংসার বন্ধনে ;
চল চল তারা চল এইক্ষণে।
বহিঃক্ষেত্রে গিয়ে "কুমারিকা" দেখ ;
"চট্টেশ্বরী" নাম সদা মনে রেখ।
আদিনাথ শিব দেখ সিন্ধুতটে :
রাম সীতা শিব দেখ রামকোটে ;
তীর্থ সারি সারি কর পর্য্যটন ;
জগতে সুতীর্থ পাবেনা এমন।
বারবার যাও তীর্থ সারি দেখ ;
লিখিতে দুর্ব্বল এই মনে রেখ।
এইরূপে হ'লে তীর্থ সমাপন ;
আনন্দে সুফল কররে গ্রহণ।
তীর্থফলহেতু কর এক দান ;
স্বর্ণ-রৌপ্য কর আনন্দে প্রদান।
পদ পূজা কর ইচ্ছা অনুসারে ;
নেওরে সুফল ভক্তিসহকারে।
দেও দেও পদে রজতকাঞ্চন ;
গন্ধপুষ্প জল কিম্বা স্বর্ণাসন।
সুফল লইতে জিজ্ঞাস কাতরে ;
বিনয় বচনে সুমধুব স্বরে।
সুফল লভিলে জানিবে তখন ;
তীর্থফল হ'ল সার্থক জীবন।

উঠ বঙ্গবাসি হিন্দুস্থান-বাসি ;
এস চন্দ্রনাথে প্রেম ভরে ভাসি।
উঠ উঠ সবে যাও যাও যাও ;
চন্দ্রনাথ নামে নিশানা উড়াও।
কর মহাধ্বনি মৃদঙ্গ বাজাও ;
গাণ্ডীব ফুকারি জগৎ কাঁপাও।
চন্দ্রনাথ নাম প্রচার ভূতলে ;
মধুর বচনে মাতায়ে সকলে।
সুবিদ্বান জ্ঞানি এস একবার ;
জ্ঞানী হয়ে ম'রে নাহি থেকো আর।
সে জ্ঞান অজ্ঞান জেনো ইহা সার ;
মুখে বলামাত্র সকলি অসার।
তাই বলি জ্ঞানী থেকোনা আবাসে ;
দেখ ধ্যান ক'রে ব্যাসাশ্রমে এসে।
দেখিবে মানসে সে জ্ঞান তোমার,
কিছু নহে জ্ঞান কল্পনা অসার।
ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্র জানিবে তখন ;
অনুতাপানলে দগ্ধ হবে মন।
চল তবে জ্ঞানি চন্দ্রনাথে চল ;
ক্ষণেকের তরে হরিনাম বল।
এস এস জ্ঞানি বলি বারবার ;
দ্বিধা জ্ঞান ছেড়ে এস গো এবার।

শুন শুন আনি শিবেরি বচন;
পুরাণ তন্ত্রেতে খুঁজ সর্ব্বক্ষণ।
উঠ হিন্দুস্থানী উঠ হিন্দুগণ;
ভারত-নিবাসী সব আর্য্যগণ।
এস এস সবে ভুল অভিমান;
রীতি-নীতি-জাতি ভুল ভেদ জ্ঞান।
আচার বিচার ফেলে কর দূর;
আচার বিচারি কি হবে চতুর?
চতুরতা ছাড় ধর্ম্মধন নিয়ে;
এস তবে এস প্রেমেতে ভাসিয়ে।
ভারত ললনা তোমরাই ধন্যা;
এ ঘোর কলিতে তোমরাই পুণ্যা।
যত সদাচার তোমরা আচর;
পুরুষ অভাগা কলির কিঙ্কর।
এই কলিযুগে শোচনীয় দিনে;
যাহা কিছু আছে রমণী-জীবনে।
পুরুষ অভাগা হ'য়েছে এখন;
রীতি-নীতি-জাতি দিয়ে বিসর্জ্জন।
পরম পবিত্র রমণী-জীবনে;
কত মতে কষ্ট দেয় সর্ব্বক্ষণ।
রমণী-হৃদয় সরলতা-ময়;
সরল আচার সরল প্রণয়।

হয় সে গরল মন্দ ভাগ্য যার;
রমণী-জীবন নিষ্ফল তাহার।
অতএব বলি শুন বামাগণ;
কপট ভণ্ডামী ক'রোনা কখন।
তোদের স্বভাব বুঝা বড় ভার;
দেবতা না বুঝে নর কোন ছার।
কপট আচার দাও বিসর্জ্জন;
কামিনী দংশন বড়ই ভীষণ।
হাস বামাগণ প্রেম হাসি হাস;
শিব শম্ভুপ্রেমে সবারে সম্ভাষ।
সদা বিশ্বপ্রেমে কর নিরীক্ষণ;
শিব শম্ভুগান গাও অনুক্ষণ।
সরল স্বভাব শিখাও জগতে;
স্বামী সুত সুতা গুরুজন হ'তে।
পুরুষ অভাগা বলি বার বার;
হিংসা দ্বেষ রাগ ভুল এই বার।
ধন অভিমান বড় ছোট জ্ঞান;
এই ধামে এসে দিওনারে স্থান।
সবে পুত্র কন্যা মাতা পিতা ভাই;
সবে তোর বন্ধু কেহ শত্রু নাই।
ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্র হও এই ধামে;
পবিত্রিত হও শিব শম্ভুনামে।

রাজত্ব প্রভুত্ব করিওনা হেথা;
প্রাণপণে কারে দিওনারে ব্যথা।
নেও গঙ্গাজল কিন স্বর্ণফল;
নিজহাতে নেও ছেড়োনা সম্বল।
রাগিওনা কারো কর্কশ বচনে;
নিস্ফল রাগিলে ভেবে দেখ মনে।
এস সাধু ঋষি প্রেমিক সন্ন্যাসি;
শৈব রামায়ুত বৈষ্ণব উদাসি।
এসে খুঁজে নেও তাঁহারি স্বরূপ;
পাবে নিজরূপ হবেনা বিরূপ।
সম্প্রদায় ভেদ হেথা কভু নাই;
নিত্য প্রেমানন্দে র'য়েছে সবাই।
সবে মিলি কর স্বয়ম্ভূ-কীর্ত্তন;
চন্দ্রনাথ নাম কররে রটন।
প্রকাশিত কর তীর্থ একে একে;
যে সব সুতীর্থ অদৃশ্য ভূলোকে।
বলি বার বার বিনয়ে সকলে;
নীচ হ'তে উচ্চ অবনী মণ্ডলে।
দেখ চন্দ্রনাথ দেখ শম্ভুনাথ;
পূজ চন্দ্রনাথ পূজ শম্ভুনাথ।
পূজ রামসীতা সুদীক্ষা গ্রহণ;—
যাগ যজ্ঞ কর যাহা ইচ্ছা মন।

ব্রাহ্মণ ভোজন কর নানা দান;
কত পুণ্য পাবে নাহিক সন্ধান।
যাও যাও যাও হাততালি দাও;
ব্যোম ব্যোম ক'রে বগল বাজাও।
গাও প্রেমগান শিব শম্ভু বলি;
প্রেমে ভোর হ'য়ে যাও যাও চলি।
শুন শুন সবে শিবের বচন;
তাঁহারি আদেশে চল অনুক্ষণ।
শুন বা না শুন কিবা ক্ষতি তাহে;
সদাশিব কভু রুষ্ট তুষ্ট নহে।
কুকর্ম্মে কুসঙ্গে কুপথে ভ্রমণ;
করিলে বুঝিবে কি সুখ তখন।
বুঝে সুঝে যদি স্থির হয় মন;
তবে চন্দ্রনাথে করিবে গমন।
ফেলে দেবে তবে মিছে ধন জন;
ফেলে দেবে দূরে কামিনী কাঞ্চন।
বীতরাগ হবে সংসার ভবনে;
বড় কষ্ট পাবে বৃথা আলাপনে।
তখন বৈরাগ্য বসন পরিবে;
বিবেকের সনে সদা আলাপিবে।
দয়া দান ধর্ম্ম পর-উপকার;
সাত্বিক ভূষণে শরীর তোমার।

সুশোভিত হবে আহা মরি মরি;
নিরখি সেরূপ মন প্রাণ ভরি।
দেখে তব রূপ ভুলিবে সকলে;
আলিঙ্গিবে সবে শিব শম্ভু ব'লে।
অতএব বলি ভাই বন্ধু গণ;
মাতা পিতা ভগ্নি সুত সুতাগণ।
সমল হৃদয় করহ নির্ম্মল;
হৃদয় খুলিয়ে দেখাও সকল।
হওরে নির্ম্মল বিশুদ্ধ কাঞ্চন;
কামিনী কাঞ্চনে দিয়ে বিসর্জ্জন।
প্রেম ভক্তিসনে এস পুণ্যধামে;
পবিত্রিত হও শিব শম্ভুনামে।
দীন দুঃখিগণ দুঃখ করি মন,
যদি নাহি এস করিতে দর্শন,
শিবনাম ঝুলি লও কাঁধে করি;
দ্বারে দ্বারে মাগ শিবনাম স্মরি।
লও যত্ন করি তিল গণ্ডাকড়ি;
সুখী থাক তাতে শিবনাম করি।
শিবনামে ক্ষুধা তৃষ্ণা লজ্জা জ্ঞান,
শিব ভক্ত জনে পায়নারে স্থান।
অতএব বলি বিনয়ে মধুরে;
হাত যোড় করি বলি এক সুরে।

এসে হেথা কর সার্থক জীবন;
জীবনের যাহা অতি প্রয়োজন।
অলীক কথন জেনোনা কখন;
মোর ক্ষুদ্র কথা চিন্ত অনুক্ষণ।
শুন শুন সবে শিবের বচন;
তন্ত্রে মন্ত্রে যন্ত্রে কর অন্বেষণ।
দেখে শুনে তবে প্রত্যয় হইবে;
কবি জ্ঞান মোরে তবে সে ঘুচিবে।
জাগ জাগ জাগ জাগ দ্বিজগণ;
চন্দ্রনাথ ধাম কর দরশন।
শিখ দেবভাষা ধর্ম্ম আচরণ;
শিখ স্মৃতি শ্রুতি বেদান্ত দর্শন।
শিখ চতুর্ব্বেদ আঠার পুরাণ;
দেখ তন্ত্রে তন্ত্রে শিব গুণগান।
শিখ শিব গান গাও শিবগান;
শিখাও সবারে চন্দ্রনাথ নাম।
ছাড় লোভ ছাড় অর্থ অকারণ;
অর্থই অনর্থ দুঃখ-উৎপাদন।
গুরুতত্ত্ব অর্থ ক'রে অন্বেষণ;
চরিতার্থ কর পরম জীবন।
তোরা সমাজের মস্তক ভূষণ;
তোদেরি নিয়ম তোদেরি শাসন

ইষ্টানিষ্ট যাহা হয় তোমে হতে;
তোমের আচার শিখে এ জগতে।
অতএব দ্বিজ বলি বার বার;
ভক্তি ভরে ধরি চরণ তোমার।
শিখাও জগতে শিব গুণ গান;
শিব মহামন্ত্র কর সবে দান।
বিজাতীয় বেশ বিজাতীয় ভাষা,
পর-সেবা তরে নাহি কর আশা।
শিব শম্ভুমাত্র তোমাদের রাজা;
তোমরা তাঁহার ভবে শ্রেষ্ঠ প্রজা।
পূজ পূজ তাঁরে পরম যতনে;
অসার সংসার রেখে মাত্র মনে।
বার বার বলি বিনয়ে মধুরে;
ইচ্ছা যদি হয় এস প্রেমভরে।
স্বচক্ষে দেখহ বুঝহ আপনি;
অবোধ মানব কি বোঝাব আমি।
পণ্ডিত প্রবর শাস্ত্র বিচারিয়ে;
দেখ জ্ঞানচক্ষে প্রেমেতে ভাসিয়ে।
বুঝিয়ে আপনি বুঝাও জগতে;
ছোট বড় সবে অভিন্ন ভাবেতে।
বল সবাকারে বল বার বার;
কলিযুগে এই তীর্থ মাত্র সার।

এ ঘোর কলিতে এ হেন দুর্দ্দিনে
গতি নাহি বল চন্দ্রনাথ বিনে।
কলির মানবে তরাতে শঙ্কর;
বিরাজেন চন্দ্রশেখর উপর।
দয়াল শ্রীগুরু কি হবে এবার;
তুমি বিনে ভবে গতি নাহি আর।
পতিত পাবন করুণার সিন্ধু;
পাপী জনে ত্রাণ কর দীনবন্ধু।
এই দয়া কর অন্য নাহি চাই;
সুখে দুঃখে যেন তোমা ভুলি নাই।
যখন যে ভাবে সাজাইবে তুমি;
আনন্দে সে সাজ ভবে নেব আমি।
অবোধ মানব কি চাহিব আমি;
আশাপূর্ণ কর চন্দ্রনাথ স্বামি।
উঠ হিন্দুগণ চল সর্ব্বজন;
দেখ চন্দ্রনাথ ভক্তি করি মন।
হিংসা-দ্বেষ-রাগ কর বিসর্জ্জন;
প্রেমানন্দে সবে দাও আলিঙ্গন।
যেয়ে সীতাকুণ্ডে জিজ্ঞাস সত্বরে;
সাপে বাঘে কভু হিংসা নাহি করে
কত কত সাপ ভীষণ দংশন
করিতেছে জীবে মরে না কখন।

সেইদিন হায় কনিষ্ঠ আমার,
যে পূজে সর্ব্বদা শম্ভুনাথ সার ;
বিষম ঝটিকা ঘোর আবর্ত্তনে,
প্রদোষ-আরতি সময় গমনে—
দংশেছিল সর্প বাবারি মন্দিরে ;
প্রাণের অনুজ শ্রীহর কুমারে।
দৃক্‌পাত নাহি করি অকাতরে ;
শিব মহামন্ত্র জপিল সত্বরে।
মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে বিষ গেল চলি ;
নিরাপদ তবে হইল সকলি।
এইরূপে জানি কত শত জনে ;
বিমুক্ত হ'য়েছে সর্পের দংশনে।
কত কত সর্প ভীষণ দর্শন ;
রহিয়াছে শিব স্বয়ম্ভূ সদন।
শঙ্কর বসন শঙ্কর ভূষণ ;
জেনো জেনো সর্প তাঁরি ছত্র হন।
হিংসা-দ্বেষ-রাগ পশুমধ্যে নাই ;
নিত্য প্রেমানন্দে র'য়েছে সবাই।
মীনগণ তথা প্রেমে ভোর হ'য়ে ;
পাপী মানবেরে যায় আলিঙ্গিয়ে।
যাও চন্দ্রনাথে জিজ্ঞাস সকলে ;
হিংসে কিবা ব্যাঘ্র কভু এইস্থলে

কত কত ব্যাঘ্র থেকে সন্নিধানে ;
তবু কেন জীব হিংসেনা এখানে।।
কেনরে দেখিয়ে ব্যাঘ্র মহেশ্বর ;
চ'লে যায় ধীরে দেখিতে সুন্দর।
পুরাকালে কভু প্রবেশি মন্দিরে ;
স্বয়ম্ভু সমীপে বসিত আদরে।
দেখিত যখন পূজারী তাঁহারে ;
চ'লে যেত ব্যাঘ্র অতি ধীরে ধীরে।
গবয় বরাহ মাতঙ্গ কুরঙ্গ ;
ভল্লুক বানর শৃগাল তুরঙ্গ।
ময়ুর ময়ুরী কত শত পাখী ;
মোরগ কোকিল কত চক্রবাকী ;
নাহি হিংসে হেথা আনন্দ সবার ;
শিবশম্ভু প্রেমে নাচে অনিবার।
আমরা মানব সে পশু জীবনে ;
হিংসিতেছি কেন প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
ভুলরে মানব হিংসা দ্বেষ ভুল ;
সমাজের দুষ্ট রীতিনীতি ভুল
সরল আচারে বিচর জগতে ;
গুপ্ত দুষ্ট ভাব ছাড় কোন মতে
এস চন্দ্রনাথে ধরি হাতে হাতে ;
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজাতে বাজাতে।

কর হরিনাম চন্দ্রনাথ স্থান;
কলিযুগে হরি সবারি নিদান।
হরিনাম বিনে জীবে গতি নাই
চন্দ্রনাথে হরি বলরে সবাই।
  শুন তবে শুন ক্ষুদ্র বিবরণ;
উপহাস মোরে ক'রোনা কখন।
শুন পিশাচের ধ্বনি ভয়ঙ্কর;
ধাঁকর হইবে শুনিলে সে স্বর।
যে রাত্রি শুনিবে পিশাচের ধ্বনি;
তখন নিশ্চয় মনে নিও গণি—
অবশ্য প্রভাত হইলে যামিনী;
কাশী পাবে কেহ কলিযুদ্ধ জিনি
কতশত যাত্রী এসে দরশনে;
অগ্নিময় হেরে স্বয়ম্ভূ সদনে।
মাস কত হ'ল কোন ধনবান;
মাতা ভ্রাতা ল'য়ে চন্দ্রনাথে যান।
দুরদৃষ্ট ক্রমে জননী তাঁহার;
অগ্নিময় হেরে মন্দির বাবার।
পারিলনা যেতে বাবারি সদনে;
প্রবল অনল দেখিয়ে নয়নে।
কাহার দর্শন না মিলে কখন;
দেখাইলে শম্ভু করিয়া যতন।

এইরূপ কত আশ্চর্য্য ঘটন;
হইতেছে নিত্য স্বয়ম্ভূ সদন।
স্বয়ম্ভূ রহস্য আশ্চর্য্য কথন;
কি শক্তি আমার করিতে বর্ণন।
মহা তত্ত্বজ্ঞানি! সূক্ষ্ম অনুমানে;
দেখ দেখ এসে এ পবিত্র স্থানে।
দেখ অত্যাশ্চর্য্য অনন্তের শক্তি;
অনন্ত পদেতে দৃঢ় হবে ভক্তি।
অতএব আর লিখে কাজ নাই;
অনন্তে অনন্ত বুঝহ সবাই।

---

## ৺ক্রমদীশ শম্ভুনাথোপাখ্যান।

চট্টলের শিবপুরে অতি জ্ঞানবান্;
ইষ্টভক্ত ছিল এক রজক প্রধান।
কামধেনু সম এক গাভী ছিল তার;
পর্ব্বত উপরে ধেনু যেত বার বার।
পাইত না দুগ্ধ কভু দোহন করিয়া;
না পারে করিতে স্থির ভাবিয়া ভাবিয়া।
সর্ব্বদা এরূপ ভাব দেখিয়া গাভীর;
নির্ণিতে কারণ তার করিলেন স্থির।

গাভী সঙ্গে সে রজক লাগিল চলিতে
সুন্দর পাহাড় এক পাইল দেখিতে।
দেখে গাভী একস্থানে দাঁড়ায়ে রহিল ;
অবিরাম ধারে দুগ্ধ ঝরিতে লাগিল।
সেই স্থানে যেয়ে দেখে লিঙ্গ মনো—
ভক্তিভরে বলে সেই রজক প্রবর।
তুমি কোন্ দেব হও করহ আদেশ
শক্তিমতে পূজা তব করিব বিশেষ।
সেই রাত্রে রজকেরে স্বপ্নে আদেশিল ;
শিয়রে বসিয়া শিব বলিতে লাগিল।
ত্রিপুর-সুন্দরী সহ এই চন্দ্রনাথে ;
উদ্ভব হ'য়েছি পাপী জন নিস্তারিতে।
কলির মানব সবে পাপে মত্ত দেহ ;
না পারিবে উদ্ধারিতে আমা বিনে কেহ।
কলিযুগে কাশী শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ ধাম ;
শুন শুন রজক স্বয়ম্ভূ মোর নাম।
ব্রাহ্মণ নিযুক্ত কর মোর সেবা তরে ;
পরম মঙ্গল তোর হবে মোর বরে।
আজ্ঞামাত্রে সে রজক যতন করিয়া,
"ধোয়াছড়ি" হ'তে দুটী ব্রাহ্মণ আনিয়া ;
পূজিতে লাগিল শম্ভু যথা বিধিমতে ;
অতুল ঐশ্বর্য্য তার হ'ল এ জগতে।

ক্রমে এ আশ্চর্য্য কথা লোকেতে প্রচার
অধিকৃত ছিল স্থান ত্রিপুরা-রাজার।
বার্ত্তা পেয়ে মহারাজ চলিলেন তথা ;
গজ-বাজি-সৈন্য সহ উত্তরিল হেথা।
দেখে শম্ভুনাথে পূজা করিল যতনে ;
মহাবাদ্য সমারোহ বিবিধ বিধানে।
আপন আবাসে নিতে ইচ্ছা করি মনে ;
হস্তী দিয়া টানাইল পরম যতনে।
চারিদিকে খনাইল তুলিতে শঙ্কর ;
উঠাইতে না পারিয়া হইল ফাঁফর।
বড়ই দুঃখিত রাজা বিষণ্ণ আনন ;
লইবারে শম্ভুনাথে চিন্তে অনুক্ষণ।
সেই রাত্রে রাজারে স্বপনে আদেশিল ;
স্নেহ ক'রে সদাশিব বলিতে লাগিল।
শুন শুন মহারাজ আমার বচন ;
না পারিবে নিতে মোরে বৃথা বিড়ম্বন।
নিজ রাজ্যে নিয়ে যাও ত্রিপুর-সুন্দরী
বিবিধ বিধানে তাঁরে পূজ যত্ন করি।
আমার পূজার তরে বন্দোবস্ত কর ;
অশেষ মঙ্গল তব হইবে সত্বর।
লিঙ্গোপরি মহারাজ মন্দির রচিল ;
ত্রিপুর-সুন্দরী ল'য়ে নিজ রাজ্যে গেল।

আপন আবাসে গৃহ করিয়া নির্ম্মাণ ;
মহাসুখে মহারাজ গায় শিবগান।
এইরূপে শম্ভুনাথ লোকেতে প্রকাশ ;
পিতৃ-পিতামহ মুখে শুনি ইতিহাস।
শম্ভুনাথ! কি জানিব তোমার মহিমা ;
তুমি নাহি দিতে পার ওঁকারের সীমা।
কৃপাদৃষ্টি কর নাথ এ অধম জনে ;
পাই যেন শ্রীচরণ এ পাপ জীবনে।

## ৺ চন্দ্রনাথ উপাখ্যান।

পার্শ্বনাথ শিব ছিল পর্ব্বত চূড়ায় ;
অয়স্কান্ত মণি সেই ছিল এ ধরায়।
যেই দ্রব্য পরশনে আসিত তাঁহার ;
সোনা হ'য়ে যেত তাহা অতি চমৎকার।
কোন এক কাঠুরিয়া কাষ্ঠ আহরণে ;
গিয়েছিল চন্দ্রনাথে পরম যতনে।
কাটিতে কাটিতে গেল কুঠারির ধার ;
ধার দিতে আশে পাশে চাহে বার বার।
স্ফটিক প্রস্তর এক দেখিবারে পে'ল ;
শাণিতে কুঠারি তার সেই স্থানে গেল।

যেইমাত্র কুঠারি প্রস্তরে বাজাইল
লোহার কুঠারি তার সোনা হ'য়ে গেল।
এইরূপে চন্দ্রনাথ লোকেতে প্রচার;
দর্শনে হইত মুক্তি স্পর্শনে কি আর।
দুর্জ্জয় নরক ভার কমিতে লাগিল;
তাহা দেখে চন্দ্রনাথ জ্ঞানব্যাপী হ'ল।
পর্ত্তুগিজ অধিকৃত ছিল এই স্থান;
শুনিয়ে আশ্চর্য্য কথা গেল সেই খান।
যেয়ে দেখে চন্দ্রনাথ মণি তথা নাই;
ভেঙ্গে সে পর্ব্বতচূড়া গিয়েছে কোথাই।
অদ্যাপিও ভগ্নচিহ্ন আছে বর্ত্তমান;
শম্ভুসনে মিশিয়াছে শাস্ত্রের বাখান।
দলে দলে বৌদ্ধ আসি করে দরশন;
তিনরাত্রি নিবসতি করে সর্ব্বজন।
কত শত হিন্দুযাত্রী গিয়ে দরশনে;
ক্ষণমাত্র নাহি তিষ্ঠে স্বয়ম্ভূ সদনে।
পঞ্চক্রোশী দূরে সবে অবস্থান করি;
মনানন্দে ত্যজে স্থান বলিয়ে শ্রীহরি।
চন্দ্রনাথ উপাখ্যান সম্পূর্ণ এ মতে;
প্রেমানন্দে হরি বল নাচিতে নাচিতে।
চন্দ্রনাথ দয়া কর জন্মজন্মান্তরে;
ক্ষণতরে তব রূপ না ভুলি অন্তরে।

পাপী জনে ত্রাণ কর পতিতের বন্ধু;
ভবার্ণবে কর্ণধার তুমি কৃপাসিন্ধু।

---

## ৮ মন্দাকিনী উপাখ্যান।

স্বর্গ প্রবাহিনী-গঙ্গা জানে সর্ব্বজন;
কোথায় উৎপত্তি তাঁর নাহি নিরূপণ।
শুনিয়াছি দুই সাধু চলিতে চলিতে;
বহুদিন হ'ল গত খুঁজিতে খুঁজিতে।
এক স্থানে যেয়ে দেখে কুণ্ড মনোহর;
বসিয়াছে এক কন্যা তাহার উপর।
দেখে দুই সাধুবরে কুমারী তখন;
জিজ্ঞাসিল কি হেতু হেথায় আগমন।
বলিলেন সাধুগণ বিনয় বচনে;
নির্ণিতে এসেছি গঙ্গা বহে কোন্ স্থানে।
কুমারী বলিল আগে কুণ্ডে স্নান কর;
কোন্ স্থানে বহে গঙ্গা জানিবে সত্বর।
জটা-বিহারিণী গঙ্গা জানে সর্ব্বজন;
কিরূপে করিবে ভবে তত্ত্ব নিরূপণ।
ডুব দিল সাধুদ্বয় কুণ্ডেতে যখন;
উপনীত হ'ল এসে স্বয়ম্ভূ সদন।

এই অত্যাশ্চর্য্য কথা শুনেছি শ্রবণে;
বিধির বিচিত্র বিধি বুঝিব কেমনে।
প্রত্যক্ষ দেবতা সব নেহার নয়নে;
শুনিলে আশ্চর্য্য কথা ভয় হবে মনে।
ভৈরব প্রচণ্ড অতি কালান্তক প্রায়;
সামান্য দোষেতে শাস্তি প্রদানে সবায়।
কেহ যদি শিশ্ দেয় তাঁরি অধিকারে;
কিল লাথি খেয়ে কেহ মুখ ভেঙ্গে মরে
বিস্তর শুনেছি কত এরূপ ঘটনা;
বাতুলের বাতুলামী কখন জেনোনা।
পঞ্চক্রোশী মধ্যেতে ভৈরব দ্বারপাল;
অবিরত গতি করে নাহি কালাকাল।
কতরূপে কতজনে দেখে স্থানে স্থানে;
দীর্ঘনেত্রে যে দেখিবে বুঝিবে সে জনে।
চন্দ্রনাথে জিজ্ঞাসহ প্রতি জনে জনে;
কেন কর্ম্মকার কাজ না করে এস্থানে।
কত কত কর্ম্মকার ভৈরব দূষণে;
প্রেরিত হ'য়েছে শিব স্বয়ম্ভু সদনে।
প্রত্যক্ষ ঘটনা এই দেখিবে নয়নে;
প্রত্যয় করিবে তবে আমার বচনে।
এইরূপ কত কত দেখেছি শুনেছি;
দেখে শুনে অবিশ্রাম বিস্ময়ে ডুবেছি

সে সব বলিতে গেলে লিখিতে বিস্তর;
লেখালেখি কষ্ট করা বড়ই দুষ্কর।
বিশ্বাস করিবে কেহ কেহবা হাসিবে;
পাগলের পাগলামী কেহবা বলিবে।
কেহ কেহ বিস্ময় সাগরে নিমগন;
প্রেমানন্দে প্রফুল্লিত হবে কারো মন।
ভিন্ন ঘটে ভিন্ন রূপে বিরাজেন তিনি;
কর্ম্মফলে ভিন্ন ভাব হবে অনুমানি।
অতএব সব কথা প্রকাশ্যে না কবে;
একান্তরে লোক বুঝে বলিবে বলাবে।
যে কার্য্যের উপযোগী যেই ব্যক্তি হয়;
তাহারে সেরূপ কথা জানাবে নিশ্চয়।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুনি ঋষি বড় ছিল জ্ঞানী;
বুঝে সুঝে বন্দোবস্ত হইত তখনি।
এখন হ'য়েছি মোরা কুলের অঙ্গার;
ইচ্ছামত কত কথা বলি বার বার।
বড়ই তামস মোরা সত্ত্বগুণ নাই;
তামসে আবৃত হ'য়ে ঘুরিয়ে বেড়াই।
ধর্ম্মগ্রন্থি এই হেতু শিথিলতা হায়;
সমাজেতে হিংসা-দ্বেষ হ'তেছে তাহায়।
কলির কিঙ্কর মোরা হ'য়েছি সকলে;
নাহি কিরে হেন কেহ কলি জিনে বলে!

সাহসে করিয়া ভর যুঝি প্রাণপণে ;
দান দয়া সত্যনিষ্ঠা অস্ত্র প্রহরণে।
যায় যাবে প্রাণ তবু করিব সমর ;
করিয়া দেখিব যুদ্ধ জন্ম জন্মান্তর।
অবশ্য হইব জয়ী প্রেমভক্তি সনে :
চল সবে কলিযুদ্ধ করি প্রাণপণে।
যুগদোষে অনেকের পরাজয় হবে ;
তবু আছে দুই এক বিজয়ী এ ভবে।
তা না হ'লে প্রলয় হইত ত্রিভুবন ;
যুগান্তরে যবনিকা হইত পতন।
যুগান্তরে পুনঃ মোরা সত্যভাব ধ'রে,
নির্গুণে সগুণ ব্রহ্ম প্রকাশের তরে ;
ডুবিতাম ভাসিতাম সে প্রেম সাগরে,
কলিযুগ কষ্টজ্ঞান হ'ত না শরীরে।
লিখিতে সে সব কথা বড় ভয় মনে ;
কিরূপে কিভাবে আছি নাহি জেনে শুনে।
বিশ্বময় বিশ্বরাজ্যে যে ভাব প্রদানে ;
সেরূপ করিব কাজ বড় আশা মনে।
আশা তৃষ্ণা ক্ষুধা নিদ্রা যে কালে বিনাশ,
যে কালে করিব আমি কর্ম্ম সর্ব্বনাশ ;
সে কালে আমিত্ব কোথা রহিবে আমার,
ব্রহ্মরূপ লিখে বলা সাধ্য নহে কার।

যতদিন রহিবেক আমিত্ব আমার ;
কত মতে কত কথা কব বার বার।
কিন্তু যেই যাহা করি মঙ্গলের তরে ;
সকলে সে ব্রহ্মরূপ নিত্য হেরিবারে।
বামন সাজিয়ে চাহি আকাশের পানে ;
বৃথা আশা ভাঙ্গা দশা হইবে কেমনে।
চন্দ্রনাথ কলিযুগে পূর্ণ বিরাজিত ;
অপূর্ণে মিশাও পূর্ণে করি নাথ হিত।
জপ স্তব ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু নাহি জানি ;
কুকার্য্যে কুরাজ্যে ফিরি দিবস রজনী।
তোমারি বচনে শুধু দৃঢ় ভক্তি ক'রে ;
ঘুরিবারে বড় সাধ এ ভব সংসারে।
চন্দ্রনাথ দয়া কর জন্ম জন্মান্তরে ;
ক্ষণতরে তবরূপ না ভুলি অন্তরে।
পাপী জনে ত্রাণ কর পতিতপাবন ;
পাপে কলুষিত দেহ বড় ভীত মন।
তব রূপ হরিরূপ পূর্ণ ব্রহ্মরূপ ;
কিছুই জানিনা প্রভু তোমারি স্বরূপ।
শুনিয়াছি হরিনাম এই পাপ কাণে
হরি হরি হরি সদা বলিব বদনে।

## ৺ হরিপ্রেম গাথা ।

মুখে বলি হরি মনে হরি হরি ;
লিখি অবিশ্রাম শ্রীহরি শ্রীহরি ।
জপি হরিনাম মালা সনে হরি ;
শয়নে স্বপনে স্মরি হরি হরি ।
আহারে বিহারে প্রমোদে শ্রীহরি ;
প্রদক্ষিণে হরি সখা সনে হরি ।
কুরঙ্গে কুসঙ্গে কুপথে শ্রীহরি ;
তারকব্রহ্ম হরি নিরঞ্জন হরি ।
প্রেম ভরা মুখে বল হরি হরি ;
প্রেমময় হরি ( মোরা ) প্রেমের ভিখারী
প্রেমরূপ হরি প্রেম শক্তি হরি ;
প্রেমিক যুগলে বল হরি হরি ।
প্রেম বিনে কিসে পাইব শ্রীহরি ;
প্রেমে মেতে সবে বল হরি হরি ।
প্রেমভক্তি সনে প্রেম বৃন্দাবনে ;
প্রেমময় হরি রাধা প্রেম সনে ।—
অবিচ্ছেদ প্রেমে বদ্ধ নিরন্তর—
রহিয়াছে প্রেম মরি কি সুন্দর ।
প্রেমিক চৈতন্য প্রেমে অহরহ ;
রাখিয়াছে প্রেম কৃষ্ণ প্রেম সহ ।

প্রেমেতে প্রহলাদ ধ্রুব ধ্রুব চান ;
প্রেমব্রহ্ম সনে করে প্রেম গান।
সে প্রেমে এ প্রেম অতি তুচ্ছ প্রেম :
ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্র এই সব প্রেম।
প্রেমময় কর প্রেম বিতরণ ;
প্রেমিক সংসারে করি বিচরণ।
হরি প্রেম হরি হরি প্রেম হরি ;
মানসে একান্তে বলি হরি হরি।
হরিনাম হরি ব্রহ্মরূপ হরি ;
শিব শম্ভু হরি চন্দ্রনাথ হরি।
জ্যোতির্ম্ময় হরি জ্যোতিরূপ হরি ;
রামরূপ হরি সীতারূপ হরি।
পূর্ণব্রহ্ম হরি নিরাকার হরি ;
কলিযুগ হরি কলি হরি হরি।
হরি হরি হরি শ্রীহরি শ্রীহরি ;
চল চল সবে হরিনাম করি।
চল চল দেখি চন্দ্রনাথ হরি ;
জগন্নাথ হরি রাধাকৃষ্ণ হরি।
বিরূপাক্ষে হরি পাতালে শ্রীহরি ;
কলিরূপে হরি গোবর্দ্ধনে হরি।
মন্দাকিনী হরি মন্মথে শ্রীহরি ;
কোটীলিঙ্গে হরি অন্নপূর্ণা হরি।

বিশ্বময় হরি পরমাণু হরি ;
হরিময় মোরা সকলি নেহারি।
অবিচ্ছেদ প্রেমে বলি হরি হরি ;
কলিযুগ যেন অনায়াসে তরি।
হরিবোল হরি জয হরি হরি ;
নিশানা উড়াও হরিনাম করি।
যাও যাও যাও হরিনাম গাও ;
চন্দ্রনাথে হরি সবারে দেখাও।
ব্যোম ভোল শব্দে জগত কাঁপাও ;
নাগ ফণি বীণা মৃদঙ্গ বাজাও।
সাজ রণবেশে যাও দেশে দেশে .
হরিযুদ্ধ কর অশেষ বিশেষে।
এই উপকার কর অনিবার ;
কলিযুগে হরি একমাত্র সার।
ব্যোম ভোলানাথ ব্যোম শম্ভুনাথ
ব্যোম আশুতোষ ব্যোম চন্দ্রনাথ।
ব্যোম ব্যোম ভোলা বলরে সকলে ;
নিত্য ভোলা প্রেমে মন কুতূহলে।
কি বর্ণিব প্রভু তোমারি মহিমা ;
অবোধ মানব কিসে দিব সীমা।
কর কৃপাদৃষ্টি এ অধম জনে ;
আশা মত ফল ফলে এ জীবনে।

# প্রার্থনা।

জয় গুরু চন্দ্রনাথ, কর যোড় করি হাত,
করি আমি এই নিবেদন;
দীনহীনে দয়া কর, পাপীরে উদ্ধার কর,
দেও দাসে তব শ্রীচরণ।
তব পদ জানি সার, কিছু নাহি চাহি আর,
তব পদ ভবে শ্রেষ্ঠ ধন;
যে পদে হরে বিপদ, অশেষ সুখ সম্পদ,
সেই পদ চাহি অনুক্ষণ।
নিজ গুণে দয়া কর, কোন গুণ নাহি মোর,
আমি ভবে অতি অভাজন;
ভুলে দোষ কৃপা কর, দাসের দুর্গতি হর,
জানি তুমি অধম-তারণ।
দুঃখে দুঃখে গেল দিন, হ'লোনা ভবে সুদিন,
কি হইবে বল দয়াময়;
বড় সাধ আছে মনে, সেবি তব শ্রীচরণে,
হইবে কি হেন ভাগ্যোদয়।
দান ধর্ম্ম সদাচার, সত্যব্রত উপকার,
দীন দুঃখী সাধু সেবা করি;
তোমার আশ্রয়ে থাকি, তোমাকেই মনে রাখি,
এ ভব সংসার যেন তরি।

## চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্য-বিষয়ক কতিপয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ।

### পূর্ব্বখণ্ড গণেশমর্ষিণী তন্ত্রোক্ত।

"বিন্ধ্যভূধরপূর্ব্বস্যাং যাবচ্চট্টলদেশকঃ।
বিষ্ণুক্রান্তেতি বিখ্যাতং দেবানামপি দুর্ল্লভং॥
চতুঃষষ্টীনি তন্ত্রাণি যামলাদীনি পার্ব্বতি।
সফলানি বরারোহে বিষ্ণুক্রান্তাসু ভূমিষু॥"

বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিষ্ণুক্রান্তা নামে বিখ্যাত, তাহাতে চৌষট্টি তন্ত্র ও যামলাদি শাস্ত্র সফলরূপে চলিত আছে, এবং তাহা দেবতাদিগের দুর্ল্লভ স্থান বলিয়া সদাশিব স্বয়ং ভগবতীকে বলিয়াছেন।

### লিঙ্গপুরাণোদ্ধৃত।

"লোকানাঞ্চ হিতার্থায় বঙ্গস্থে চন্দ্রশেখরে।
ত্বয়া সহ বসিষ্যামি সত্যং সত্যং বরাননে"॥

হে বরাননে! আমি লোকের হিতার্থে সত্যই বঙ্গদেশ স্থিত চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে তোমার সহিত বাস করিব।

### আদিব্রহ্মপুরাণোদ্ধৃত।

"বঙ্গাধিপো ভবিষ্যামি দেবৈঃ সার্দ্ধং কলৌ শিবে।
হিমাদ্রিরিব মে শ্লাঘ্যো যত্র শ্রীচন্দ্রশেখরঃ॥"

হে শিবে! আমি কলিযুগে দেবতাদিগের সহিত বঙ্গদেশের অধিপতি হইব। হিমালয় যেরূপ এখন আমার প্রিয় বাসস্থান, কলিকালে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতও সেইরূপ প্রিয় বাসস্থান হইবে।

চূড়ামণিতন্ত্রোক্ত পীঠনির্ণয়ে।

"স্থানত্রয়ে মহেশানি বসামি সততং প্রিয়ে।
বারাণস্যাঞ্চ কৈলাসে চন্দ্রশেখরপর্ব্বতে।
বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে॥"

হে মহেশানি! আমি বারাণসী, কৈলাস ও চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকি, কিন্তু কলিযুগে চন্দ্রশেখরই আমার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান হইবে।

কালীমাহাত্ম্যোদ্ধৃত।

কলিকালে চন্দ্রশেখর কাশীশ্রেষ্ঠ যথা,—

"কলৌ কাশ্যধিকা প্রীতিঃ শ্রীচন্দ্রশেখরে নগে।
চতুর্ব্বর্গং লভেদ্দেবি মরণে মুক্তিদঃ স্বয়ং॥"

কলিকালে চন্দ্রশেখর পর্ব্বত বারাণসী হইতেও আমার অধিক প্রীতিকর হইবে। তথায় জীবের মৃত্যু হইলে মুক্ত হয়।

পূর্ব্বখণ্ড বায়ুপুরাণোদ্ধৃত।

চন্দ্রনাথ স্বয়ম্ভু লিঙ্গযুক্ত আছেন যথা,—

"কলৌ দেবা বসেৎ সর্ব্বে বঙ্গস্থে পূর্ব্বচট্টলে।
চন্দ্রনাথঃ স্থিতস্তত্র স্বয়ম্ভূলিঙ্গসংযুতঃ॥"

কলিকালে বঙ্গদেশস্থ পূর্ব্বদিকে চট্টগ্রামে দেবতা সকল বাস করেন। তাহাতে চন্দ্রনাথ স্বয়ম্ভু লিঙ্গ সংযুক্ত হইয়া স্থিত রহিয়াছেন।

আদিপুরাণোদ্ধৃত।

"দেবাভিলষিতং ক্ষেত্রং বঙ্গপ্রাক্ চাস্তি শৈলজে।
অতিগুহ্যং মহৎ পুণ্যং চট্টলে চন্দ্রশেখরে॥"

হে পার্ব্বতি! বঙ্গদেশের পূর্ব্বদিকস্থ চট্টগ্রাম নামক চন্দ্রশেখর-ক্ষেত্র দেবতাদিগেরও বাঞ্ছনীয়, ইহা অতি গুহ্য ও পবিত্র ক্ষেত্র

বারাহীতন্ত্রে নারায়ণনারায়ণীসংবাদে
সপ্তমপটলে।

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মুক্তিদায়িকাঃ॥
বারাণসী চ মৈনাকে একাম্রবন এবচ।
কৈলাস-রজতাদ্রিশ্চ স্বর্ণদী শৃঙ্গপঞ্চকঃ॥
এতেষু শঙ্করো নিত্যং বসেদ্দেবীসমন্বিতঃ।
কলৌ স্থানঞ্চ সর্ব্বেষাং দেবানাং চট্টলে শুভে॥"

নারায়ণ প্রত্যুত্তরে নারায়ণীকে বলিলেন, ভগবান শিব উমার সহিত অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা পুরী ও দ্বারাবতী এই সপ্ত মোক্ষধামে এবং বারাণসী, মৈনাক, একাম্র কানন, রজতময় কৈলাস, স্বর্ণদী ও শৃঙ্গপঞ্চক এই সকল স্থানে বাস করিবেন। বিশেষতঃ কলিযুগে সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ চট্টগ্রাম প্রদেশ সকল দেবতাগণের প্রিয় আবাস স্থান হইবে।

যোগিনীতন্ত্রোদ্ধৃত।

"সার্দ্ধত্রিকোটিদেবানাং বসতিশ্চট্টলে শুভে।"

কলিযুগে পবিত্র চট্টগ্রামে সার্দ্ধত্রিকোটি দেবের বসতি।

১। শম্ভুনাথ দর্শনের ফল।

বারাহীতন্ত্রোক্ত।

"অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ।
ক্রমদীশমুখং দৃষ্ট্বা ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥

সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ধনধান্যসমন্বিতঃ।
শিবত্বং লভতে মর্ত্ত্যঃ পুনর্জ্জন্মবিবর্জ্জিতঃ॥"

ক্রমদীশ শম্ভুনাথের মুখ দর্শন করিতে পারিলে মানবের সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের ফল হয় এবং সকল পাপ তখনি নাশ হয়। সে ইহকালে মহা ধনধান্য শালী হইয়া সুখে বাস করে। পরকালে শিবত্ব পায়। তাহার আর নিশ্চয়ই পুনর্জ্জন্ম হয় না। (তথায় মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া যথাশক্তিমতে দান করিতে হয়। "সরস্বতী শিলায় নাম লিখিলে লোকের পরকালে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না)।

২। সহস্রধারায় স্নান দানাদির ফল।

বারাহীতন্ত্রোক্ত।

"সহস্রধারা নদী তত্র শিবপর্ব্বতবাহিনী।
শিবলোকং ব্রজেত্তত্র স্নানে দানে সুরেশ্বরি॥"

তথায় শিব পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন সহস্রধারা নামে একটি নদী আছে, তাহাতে স্নান ও দান করিলে শিবলোকে যায়।

রেবাতীর্থে স্বর্গের এক দ্বার আছে, যথা—

ঐ তন্ত্রোক্ত।

"রামশিলা ব্রহ্মশিলা সহস্রাক্ষো মহেশ্বরঃ।
যত্র সংবর্ত্ততে দেবি সা রেবা পরিকীর্ত্তিতা॥
তত্রৈবাস্তে মহাদেবি কপাটদ্বারমুত্তমম্।
তত্রৈব যত্নতঃ কুর্য্যাদ্রক্ষাং চাপ্যাত্মনঃ সদা।
স্বর্গদ্বারং ততো দেবি চম্পকারণ্যমুত্তমম্॥"

যেখানে রামশিলা, ব্রহ্মশিলা এবং সহস্রনয়ন মহেশ্বর আছেন,

তাহা রেবাতীর্থ (ইহা একটী হ্রদ মাত্র, রেবা নর্ম্মদা একই কথা)। মহাদেবি! তথায় স্বর্গের একটি উৎকৃষ্ট দ্বার আছে। মানবগণ যত্নের সহিত তথায় আত্মরক্ষা করিবে।

৩। বিরূপাক্ষ দর্শনের ফল।

বারাহীতন্ত্রোক্ত।

"চট্টলে দক্ষিণো বাহুঃ ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ।
তস্যৈব কটিদেশস্থো বিরূপাক্ষমহেশ্বরঃ॥
রুদ্রলোকং সমাপ্নোতি যস্তত্রারোহয়েন্নরঃ।
বিল্বরূপো মহাদেবো ডমরুপ্রতিমা শিলা॥"

সেই চট্টল প্রদেশে সতীর দক্ষিণ বাহু পতিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর তাঁহার ভৈরব। চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের কটিদেশে বিরূপাক্ষ মহেশ্বর আছেন, তথায় আরোহণ করিলে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। তাঁহার স্থানে স্থানে বিল্ব বৃক্ষাকারে মহাদেব অধিষ্ঠিত আছেন এবং ডমরুর মত আকৃতি বিশিষ্ট অনেক শিলা পড়িয়া আছে। (বিরূপাক্ষে উঠিতে লতাদি ধরিয়া উঠিতে হয়, অতি কষ্ট হয়)।

১। চন্দ্রশেখর পর্ব্বত আরোহণের ফল। ঐ তন্ত্রোক্ত।

"ততঃ পূর্ব্বপথা গচ্ছেৎ আরোহেচ্চন্দ্রশেখরং।
তত্র সর্ব্বে গুল্মলতা বৃক্ষা দেবা মহৌজসঃ॥
মুনয়ো ভৈরবাঃ সর্ব্বে পাষাণা লোষ্ট্ররূপিণঃ।
মহৌষধিতরুস্তত্র নানাচিত্রবিচিত্রকঃ॥
লতাভিঃ স্বর্ণবর্ণাভিঃ পুষ্পং স্বর্ণময়ং পরং।
রজতাভং ভবেৎ পত্রং কৃষ্ণবর্ণং ফলং মহৎ॥

যস্যৈব স্পর্শবাতেন রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যতে।
স্পর্শাদ্দেবত্বমায়াতি ভক্ষণাদমরো ভবেৎ ॥
মৃতো জীবতি বাতেন রসাঙ্গলেপনেঽচিরাৎ।
শ্রীচন্দ্রশেখরারোহে মুক্তিমাপ্নোতি মানবঃ ॥
বিংশতিকুলসহিতঃ শিবলোকে মহীয়তে।
ততো বিষ্ণুপুরং প্রাপ্য দ্বিজো ভূত্বা মহীতলে ॥
সদ্বংশকুলজঃ শান্তো বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
দেববিপ্রানুরক্তশ্চ ততো নির্ব্বাণতাং ব্রজেৎ ॥
আরুহ্য চ নৈঋর্তাস্যো মহোদধিমিতস্ততঃ।
যঃ পশ্যেৎ ন পুনস্তস্য জন্মমৃত্যুজরাগ্রহঃ ॥
পাপবন্ধবিমুক্ত্যর্থং প্রপশ্যেৎ ক্রমদীশ্বরং।
জপাদেঃ শাশ্বতী সিদ্ধিঃ পুনঃ পশ্যেদ্বিরূপকম্ ॥”

চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে আরোহণ করিলে মানব মুক্তি প্রাপ্ত হয়, এবং বিংশতি পুরুষ সহ প্রথমতঃ শিবলোকে বাস, তারপরে বিষ্ণু লোকে বাস, তার পর পৃথিবীতে সদ্বংশে দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করে; সে শান্ত ও বেদবেদাঙ্গ পারগ হয় এবং দেবতা ও দ্বিজে অনুরক্ত হয়, তার পরে সে নির্ব্বাণত্ব লাভ করে। চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া উক্ত পর্ব্বতের নৈঋর্ত কোণে মহোদধি দর্শন করিলে তাহার পুনর্জন্ম হয় না; সে অজর ও অমর হয়। তথা হইতে ভগবান ক্রমদীশ শম্ভুনাথের চরণকমল দর্শন করিলে মানবের পাপবন্ধন ছিন্ন হয়। পুনঃ বিরূপাক্ষ দর্শন করিলে তাহার জপ প্রভৃতি অনন্তকাল জন্য সিদ্ধ হয়।

## ৺ চন্দ্রনাথের ধ্যান।

ওঁ চন্দ্রকোটিপ্রতীকাশং ত্রিনেত্রং চন্দ্রভূষণং,
আদিলিঙ্গং জটাজূট-রত্নমৌলি-বিরাজিতং।
নীলগ্রীবাম্বরাবাসং নাগহারাভিশোভিতং,
বরদাভয়হস্তঞ্চ হরিণঞ্চ পরস্পরং।
দধানং নাগবলয়ং কেয়ূরাঙ্গদমুদ্রিকাং,
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানং রত্নসিংহাসনস্থিতং।

## ৺ স্বয়ম্ভূনাথের ধ্যান।

ওঁ দ্বীপিচর্ম্মপরীধানং ভস্মরেণুবিভূষিতম্,
শূলডমরুহস্তঞ্চ কমণ্ডলুধরং বিভুং।
জটাধরং চোগ্রতেজং বালার্কমিব বর্চ্চসা,
নিরীক্ষেদব্যয়ং দেবং নিরাকারং নিরঞ্জনম্।
বিশ্বরূপস্বরূপঞ্চ শব্দরূপং মহেশ্বরং,
শব্দান্তে জ্ঞানরূপঞ্চ তত্ত্বরূপং মহেশ্বরং।
শূন্যাৎ শূন্যতরং দেবং লয়াল্লয়তরং বিভুং,
এবমেব নরো ধ্যায়েত্তং দেবং পরমেশ্বরম্।”

ক্রমদীশ স্বয়ম্ভূনাথকে এইরূপে পূজাদি করিতে হয়। আবাহন বিসর্জ্জন নাই। এরূপ সর্ব্বলক্ষণযুক্ত স্বয়ম্ভূলিঙ্গ পৃথিবীর কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না।

## ব্যাসকুণ্ডে স্নানদানাদির ফল।

“সতীদক্ষাংশতো যত্র দক্ষিণা শক্তিরূপিণী।
জ্যোতীশ্বরং পুরস্কৃত্য ব্যাসো বটসমীপতঃ॥

যত্রাশ্বমেধমকরোদৃষিভির্ব্বাদরায়ণঃ।
পাতালাদুত্থিতং বারি নিরগ্নিকুণ্ডবর্ত্তুলম্॥
ত্রিকোণাতলসংস্পর্শং চতুর্হস্তং সুশোভনং।
কুণ্ডে চানেকলিঙ্গানি অনেকপ্রতিমাঃ শুভাঃ॥
স্নানে গঙ্গাফলসমং হ্যথবা শিবতাং ব্রজেৎ।
অশ্বমেধাযুতফলং তর্পণে পিতৃমুক্তিদং॥
শ্রাদ্ধং পার্ব্বণকং তত্রাপ্যার্ঘ্যাবাহনবর্জ্জিতম্।
অসক্তৌ কেবলং পিণ্ডং গয়াশ্রাদ্ধশতং ফলম্॥”

যেস্থানে দক্ষিণাশক্তিরূপিণী দাক্ষায়ণী বিরাজ করিতেছেন, সেই পবিত্র ক্ষেত্রে জ্যোতীশ্বরের নিকটে বটবৃক্ষ সমীপে বাদরায়ণ ব্যাসদেব ঋষিগণকে লইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। তথায় পাতাল হইতে জল উঠিয়া এক ত্রিকোণাকৃতি কুণ্ড হইয়াছে। সেই কুণ্ড অতলস্পর্শ, নিরগ্নি, ও চারিহাত পরিমিত। (এখন ঐ স্থান খনাইয়া ব্যাস-পুষ্করিণী করা হইয়াছে, প্রকৃত ব্যাসকুণ্ড দক্ষিণ পূর্ব্ব পারের সন্ধিস্থলে অগ্নিকোণে অবস্থিত; কিন্তু পুকুরের সমস্ত জলই ব্যাসকুণ্ডোৎপন্ন জল বটে, সুতরাং সেই পবিত্র জলে স্নান তর্পণাদি করিলে সমফল হয়।) সেই ব্যাসকুণ্ডে অনেক লিঙ্গ ও দেববিগ্রহ বর্ত্তমান আছেন। সেই কুণ্ডের নির্ম্মল বারিতে অবগাহন করিলে গঙ্গাস্নানের ফল হয়, অথবা শিবত্ব প্রাপ্তি হয়। সেই কুণ্ডে তর্পণ করিলে অযুত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়, এবং নিশ্চয়ই পিতৃলোকের মুক্তি হয়। তাহাতে মানব যত্নের সহিত পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে, অর্ঘ্য এবং আবাহন করিতে হয় না। অসমর্থ পক্ষে কেবল পিণ্ডদান করিলে শত গয়া শ্রাদ্ধের ফল হয়।

এইখানে বটুবৃক্ষকে—

"ওঁ বটুকো হুতিদক্ষশ্চ নন্দীশঃ ক্ষেত্রনায়কঃ।
নির্ব্বিঘ্নং কুরু দেবেশ পঞ্চলোষ্ট্রপ্রিয়ঃ সদা॥"

এই মন্ত্রপাঠে পঞ্চলোষ্ট্র প্রদান করিতে হয়।

"বটুনাম্না মহাবৃক্ষঃ ঈশ্বরদ্বারপালকঃ।
সর্ব্ববিঘ্নবিনাশায় বটুদেব নমোঽস্তু তে॥"

এই মন্ত্রে নমস্কার করিতে হয়।

এই জ্যোতির্ম্ময়ের নীচে রাম লক্ষ্মণ সীতা নাভি ও বৃষ নামক পাঁচটি কুণ্ড আছে। যথা—

"পঞ্চকুণ্ডান্বিতং স্থানং পরমং ব্রহ্মদায়কং।
চতুর্ব্বর্গফলং তত্র স্নানে দানে লভেন্নরঃ॥"

এই ধামের সকল জায়গাই অনন্ত পুণ্যফলময়। বিশেষ লিখিতে পারিলাম না। যাঁহারা একান্ত ভক্তির সহিত কার্য্যাদি করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই যথোক্ত ফল পাইবেন সন্দেহ নাই।

## ঊনকোটি ও ছত্রশিলা শিব দর্শনের ফল।

কোটিলিঙ্গানি তত্রৈব যত্র ছত্রাকৃতিঃ শিলা।
তত্রৈব গমনে দেবি শিবলোকে মহীয়তে॥

যেখানে ছত্রাকৃতি শিলা অবস্থিত রহিয়াছে সেই স্থানে ভগবান হরের কোটি লিঙ্গ বর্ত্তমান আছে। সেই স্থানে গমন করিলে মানবের অনায়াসে শিবলোক প্রাপ্তি হয়।

## চম্পকারণ্য বা লবণাক্ষ।

পঞ্চক্রোশের উত্তর সীমাতে চম্পকারণ্য। তথায় স্বর্গের একটি দ্বার আছে। ভগবান শম্ভুনাথ উহাকে অতি মনোহর স্থান

বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সহস্রধারা—একটি জল প্রপাতের মত, প্রায় দুইশত হাতের উপর হইতে সরল ভাবে নীচের প্রস্তর খণ্ডে অনবরত জল পড়িতেছে। সেই জল অতি পরিষ্কার ও শীতল। প্রাকৃতিক কি সৌন্দর্য্য! দেখিলে মন প্রাণ বিমোহিত হইয়া বিশ্বনাথের চরণে দৃঢ়ভক্তি হয়।

## ধর্ম্মাগ্নি দর্শনের ফল।

বারাহী তন্ত্রোক্ত।

"অথ বক্ষ্যামি গুহ্যান্তং ধর্ম্মাগ্নৌ হরণান্মম।
পদং দাস্যামি দেবেশি যত্র গত্বা ন শোচতি॥"

দেবি! তার পর ধর্ম্মাগ্নি হরণের গুহ্যফল বলিতেছি। লোকে সে স্থানে গমন করিলে চিরকালের জন্য শোক তাপ বিদূরিত হয়, আমি তাহাকে মোক্ষফল প্রদান করি।

"ধর্ম্মাগ্নির্বর্ত্ততে দেবি তৎপূর্ব্বে বিশ্বরূপধৃক।
যং দৃষ্ট্বা ভারতে নিত্যং মোক্ষং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥"

দেবি! তাহার পূর্ব্বে শিবরূপ ধারী ধর্ম্মাগ্নি বর্ত্তমান আছেন। তাহা দেখিয়া ভারতে মানবগণ নিরন্তর মোক্ষলাভ করিয়া থাকে।

## মন্মথনদে মুণ্ডনের ফল।

"প্রয়াগে মুণ্ডনং বাপি যৎ ফলং লভতে নরঃ।
তৎ ফলং লভতে দেবি মন্মথে মুণ্ডনং যদি॥
অথবা কেশসংখ্যানাং বৎসরাণাং সহস্রশঃ।
তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গে বপনং মন্মথে কৃতে॥
বরাটকে লভেৎ পুণ্যং সুবর্ণদানজং ফলম্।

তাম্রদানে রৌপ্যফলং রজতে ভূমিদানজং।
ভূমিদানে লভেৎ স্বর্গং কিমন্যৎ কথয়ামি তে॥”

প্রয়াগে মুণ্ডন করিলে যে পুণ্য হয়, এই মন্মথ ক্ষেত্রে মুণ্ডন করিলে সেই পুণ্য হয়। অথবা এই ক্ষেত্রে লোকে যত কেশ মুণ্ডন করিয়া থাকে, পরকালে তাহার তত সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস হয়। এই ক্ষেত্রে কড়ি দান করিলে সোনা দানের, তাম্র দান করিলে রৌপ্য দানের, এবং রৌপ্য দান করিলে ভূমি দানের ফল হয়। ভূমি দান করিলে মানব পরকালে স্বর্গে যায়। দেবি! এই তীর্থ-মাহাত্ম্য কি আর অধিক বলিব, ইহা একটি মহাতীর্থ।

## মন্মথনদে স্নানের ফল।

“তস্য দক্ষিণতঃ শম্ভোঃ পুত্রো মন্মথসংজ্ঞকঃ।
গোসহস্রপ্রদানস্য ফলং স্নানে ন সংশয়ঃ॥”

তাহার দক্ষিণাংশে স্বয়ম্ভূ-তনয় মন্মথনদ বহিতেছে, তাহাতে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়।

“তত্র প্রয়াগতীর্থানাং জলং শিবপ্রদং নৃণাম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স্নানে স্পর্শে ন সংশয়ঃ॥”

তথায় নরগণের মঙ্গল দায়ক প্রয়াগ তীর্থের জল আছে, তাহাতে স্নান এমন কি স্পর্শ করিলেও নরগণ নিঃসন্দেহে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়।

## মন্দাকিনীতে স্নানদানের ফল।

পূর্ব্বে মন্দাকিনী দেবী শিবপাদসমুদ্ভবা।
তজ্জলভক্ষণাদ্দেবি শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥

স্নানং দানঞ্চ শ্রাদ্ধঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ সুসমাহিতঃ।
তৎ সর্ব্বং ভাস্করো দ্রষ্টা সর্ব্বত্র চাক্ষয়ং ভবেৎ॥
সর্ব্বত্রৈব মহেশানি স্নানে দানে চ স্পর্শনাৎ।
দর্শনে পূজনে হোমে শিবপ্রীতিফলং মহৎ॥

তাহার পূর্ব্বদিকে শিবপদ হইতে মন্দাকিনী দেবী উৎপন্ন হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন। তাঁহার জল পান করিলে ত্রিলোচন শিবে নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়। তাহাতে সমাহিত চিত্তে স্নানদান ও শ্রাদ্ধ করিলে সেই সমুদায়ের সাক্ষী সূর্য্যদেব থাকেন এবং তাহার অক্ষয়ফল হয়। মন্দাকিনী নদীর যে কোন স্থানে স্নান দান স্পর্শন দর্শন পূজন এবং হোম করিলে শিব সেই কার্য্যের অনুষ্ঠাতার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন থাকেন। (এই জলে শম্ভুনাথের স্নানাদি সম্পন্ন হয়। পাইপ দিয়া জল উপর হইতে আনয়ন করাতে পরম নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যপ্রদ হইয়াছে। আহা কি নির্ম্মল শীতল জল! স্বর্গগঙ্গার জল ব্যতীত কি এরূপ হইতে পারে? মন্দাকিনী ত্রিধারা হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন।)

## কুমারীকুণ্ড দর্শনের ফল।

পঞ্চক্রোশাদ্বহির্জ্জ্ঞেয়ং কুমারীকুণ্ডমুত্তমং।

কুমারীকুণ্ড পঞ্চ ক্রোশের বাহিরে বাড়ব হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কুমিড়া ষ্টেশন হইতে যাইতে হয়। যাইবার পথ নিতান্ত দুর্গম। অদ্যাপি কেহ রাস্তা করিয়া দেন নাই। এই স্থানে বাড়বানলের ন্যায় প্রচণ্ড বহ্নি অবিরত জ্বলিতেছে, ব্যোম ব্যোম শব্দ করিলে সেই বহ্নি অতিশয় প্রজ্বলিত

হয়। তাহাতে অগ্নির প্রজ্বলন সূচক ভয়ানক শব্দ শ্রুত হয়। এই পরম রমণীয় পবিত্রস্থান দর্শনকরা নিতান্ত উচিত।

## মেরুপর্ব্বত আরোহণের ফল।

বারাহী তন্ত্রোক্ত।

ব্যাসবটস্যাগ্নিকোণে কম্পাতীরপথং ব্রজেৎ।
মেরুপর্ব্বতসঙ্গঃ স্যাৎ সতীদক্ষাঙ্গসঙ্গতঃ॥
দেববাদ্যং দেবনাট্যং দেবগীতং শ্রুতিস্বনং।
যত্রৈব শ্রূয়তে নিত্যং সর্ব্বমঙ্গলনিস্বনং॥

ব্যাসকুণ্ডের অগ্নিকোণে কম্পানদীর তীরবর্ত্তি মেরুপর্ব্বতে সতীর দক্ষিণদেহ পতিত হইয়াছিল। এই স্থানে দেববাদ্য, দেবনাট্য ও দেবগীতি নিরন্তর হইয়া থাকে। ভাগ্যবান মানব কখন কখন ঐরূপ শব্দ শুনিয়া থাকেন।

## পঞ্চ ক্রোশের সীমা নিরূপণ।

বারাহী তন্ত্রোক্ত।

পশ্চিমে ব্যাসকুণ্ডঞ্চ পূর্ব্বে মন্দাকিনী স্মৃতা।
উত্তরে চম্পকারণ্যং দক্ষিণে বাড়বানলঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং ময়া প্রোক্তং পঞ্চক্রোশং মহাফলং।
যঃ কশ্চিৎ ম্রিয়তে জন্তুর্নির্ব্বাণমধিগচ্ছতি॥
নক্রেশ্বরং সমাসাদ্য যাবচ্চ চম্পকং বনং।
পঞ্চক্রোশমিদং প্রোক্তং শিবনির্ব্বাণকারণং॥

বহিঃক্ষেত্রের শক্তি পরিমাণ সঙ্গম তন্ত্রে ত্রয়োদশ পটলে।

"চন্দ্রশেখরমারভ্য পঞ্চাশযোজনাবধি।
বহিঃক্ষেত্রমিদং প্রোক্তং দেবানামপি দুর্ল্লভং॥

## পঞ্চক্রোশে মরণের ফল।

পঞ্চক্রোশং সমাসাদ্য যে ত্যজন্তি কলেবরং।
তেষাং দক্ষিণকর্ণে হি প্রদদ্যাত্তারকং শিবং॥
মহাপাপরতো বাপি পিতৃমাতৃবিনিন্দুকঃ।
স নরো লভতে স্বর্গং পঞ্চক্রোশে ম্রিয়েদ্‌যদি॥
পরমাণুসমো জীবো যদি পঞ্চত্বমালভেৎ।
সোঽপি নির্ব্বাণতাং যাতি কা কথা স্থূলদেহিনঃ॥
বাড়বাগ্নিং সমাসাদ্য যাবদ্বৈ চম্পকং বনং।
তত্র নির্ব্বাণদীক্ষায়াং গুরুরেকো মহেশ্বরঃ॥

যে ব্যক্তি মহাপাপী পিতৃ মাতৃ নিন্দুক, সেও এই পঞ্চক্রোশ মধ্যে মরিলে অনায়াসে স্বর্গে যায়। এ স্থানে পরমাণুসম জীব মরিলেও নির্ব্বাণত্ব পায়, স্থূল দেহীর সম্বন্ধে কি বলিব। বাড়বাগ্নি হইতে চম্পকারণ্য পর্য্যন্ত ভূভাগে জগদ্‌গুরু ভগবান শিব নির্ব্বাণত্ব দীক্ষা দিয়া থাকেন।

## চন্দ্রশেখর তীর্থের সংক্ষেপ বিবরণ।

দেবীপুরাণ চৈত্রমাহাত্ম্য চণ্ডিকাখণ্ডোক্ত।

একদা ঋষিগণ সূতমুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে জ্ঞান-প্রকাশ! কলিযুগে ভগবান শিব কোথায় বাস করিবেন, যেহেতু কলিকালে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে পাপ বিচরণ করিবে, আমরাও তথায় বাস করিতে ইচ্ছা করি। সূতমুনি বলিলেন, আমি গুরুবাক্য ভুলিয়াছিলাম, অদ্য তোমরা তাহা স্মরণ করাইয়া পবিত্র করিলে। হে সাধুগণ! আমি আদৌ তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি। যে বনে আমার গুরুদেব বাস করিতেছেন, আমিও তোমাদের

সহিত তথায় প্রস্থান করিব। বঙ্গদেশের পূর্ব্ব দক্ষিণে লবণাম্বু সমুদ্রের উত্তর তীরে বিরূপাক্ষের অগ্নিকোণে চন্দ্রশেখরের শিখর দেশে বারুণ বিম্ব কোটরে পাষাণ রূপী হইয়া স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার দক্ষিণে বাড়বানল, উত্তরে লবণাক্ষ, পশ্চিমে ব্যাসকুণ্ড, পূর্ব্বে মিষ্টবারি মন্দাকিনী; তন্মধ্যে চিন্ময় বৃষবাহন নীল-কণ্ঠ স্বয়ম্ভু শিব আছেন। লবণাম্বু সমুদ্র সেই পুণ্যক্ষেত্রকে অর্দ্ধচন্দ্রা-কারে বেষ্টন করিয়া বহিতেছে। সেই ক্ষেত্রে মৃগগণ জ্ঞানীর মত, পক্ষিগণ উপদেশকের মত বিচরণ করিতেছে। সেই স্থানে সকল ঋতুতেই সমভাব। সেই স্থান আমার বর্ণনাতীত। পর্ব্বত মধ্যে সেই পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ, তথায় কোকিলের ধ্বনি ও সুবাতাসযুক্ত এবং মৃগাদি পরিপূর্ণ চম্পকারণ্য আছে। তাহার দক্ষিণ দিকে প্রস্তর ভেদ করিয়া শিবনেত্র জাত সূর্য্যতুল্য শান্তজিহ্বা যুক্ত বাড়বানল জ্যোতির্ম্ময়রূপে পরিবার সহ নীলকণ্ঠকে তুষ্ট করিয়া চারিদিকে দশদণ্ড পর্য্যন্ত স্থান ব্যাপিয়া দিবানিশি জ্বলিতেছে, তাহার নিম্ন-দেশে পাতালগঙ্গা এবং সেই স্থানেই কুণ্ডরূপিণী নাভিগঙ্গা আছেন। যেস্থানে অশোক চম্পক বক ঝিণ্টিকা কাঞ্চনমল্লিকা জাতি যূথী লবঙ্গ মালূর রসাল তাল হিন্তাল রঞ্জক কণ্টকাদি নানা বৃক্ষশ্রেণী দশদণ্ড স্থান ব্যাপিয়া ফুলের সহিত মধু ছড়াইতেছে। যেস্থানে ক্রৌঞ্চ খঞ্জন প্রভৃতি পক্ষিগণ শিবশব্দ উচ্চারণ করিয়া রব করি-তেছে। যেস্থানে লবণাম্বু জলোত্থিত বাড়বানল জ্বলিতেছে, যাহার সঙ্গলাভে তীর্থরাজ লবণাম্বু স্বয়ং আসিয়াছেন। যে স্থানে স্নানাদি করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। হে বিপ্রগণ! আমরা গুরুদেবের নিকটে সেই পবিত্র স্থানে গমন করিব। সেই গুরুবাক্য অদ্য আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন ঋষিরা জিজ্ঞাসিলেন,

হে বিপ্রেন্দ্র! কাশী কৈলাস প্রভৃতি পুণ্যতীর্থ ত্যাগ করিয়া কেনই বা ভগবান কলিকালে গুপ্তভাবে চন্দ্রশেখরে বাস করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন? কেনই বা আপনার গুরুদেব সকল তীর্থ ত্যাগ করিয়া তথায় আছেন, তাহা আমাদিগকে বলিয়া কৃতার্থ করুন। সূতমুনি বলিলেন, পূর্ব্বকালে সচরাচর ব্রহ্মাণ্ড যখন জলমগ্ন ছিল, তখন ভগবান ত্র্যম্বক সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা বিষ্ণুকে স্বয়ং সৃজন কবিলেন। তাঁহারা উৎপন্ন হওয়া মাত্রেই অহঙ্কারে মোহিত হইয়া তাঁহার নিকট নানারূপ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক আত্মপ্রশংসা করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া ভগবান অন্তর্দ্ধান হইয়া জ্যোতির্লিঙ্গ হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভগবানকে না দেখিয়া শূন্যপথ আশ্রয় করিলেন। পূর্ব্বে ভগবান শিব ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, আমি কাশী প্রভৃতি যে যে স্থানে যে যে লিঙ্গ ত্রয়োদশ ভাগে ভাগ করিয়া স্থাপন করিয়াছি তন্মধ্যে দ্বাদশ লিঙ্গের কথা পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি। কেবল একটি লিঙ্গ গুপ্তভাবে ছিল। আমি কলিকালে পার্ব্বতীর সহিত যাইয়া সেই লিঙ্গে অবস্থান করিব। হে ব্রহ্মা! তোমরা দেবতাদিগের সহিত তথায় যাও, আমিও তথায় যাইব। এই বলিয়া ভগবান অদৃশ্য হইয়া উমার সহিত তথায় আসিলেন। পূর্ব্ব ত্রিযুগে সেই পুণ্যতীর্থ গুপ্ত ছিল, কলিকালে লোক-মঙ্গলের জন্য ভগবান শিব অমরদিগের সহিত প্রকাশ্যভাবে তথায় বাস করিতেছেন। আমার গুরুদেব ব্যাস কেন তথায় বাস করিতেছেন শ্রবণ কর। একদা ব্যাসদেব কাশীক্ষেত্রবাসী মহানন্দমগ্ন জটামণ্ডলধারী মহর্ষিদিগের সহিত কাশীতে তপস্যা করিতেছিলেন। সেই মুনিগণ অজ্ঞাতকুলশীল দ্বিতীয় নারায়ণ সদৃশ মহাপ্রাজ্ঞ মৎস্যগন্ধা-

পুত্র ব্যাসদেবকে একাসনে আসীন দেখিয়া কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, তুমি কোথা হইতে কি নিমিত্ত এস্থানে আঁসিয়াছ? তুমি কাহার পুত্র? তোমার নাম কি? তুমি কোন্ বংশজাত? পূর্ব্বে কোথায় বাস করিতে? তাহা আমাদের নিকট বল। ব্যাসদেব কহিলেন, আমি মৎস্যগন্ধার গর্ভজাত, পরাশরমুনির পুত্র, আমি বিশ্বেশ্বর দর্শনার্থ ও আপনাদের সেবার্থ এই স্থানে আসিয়াছি। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি আপনাদের সহিত একত্র বাস করিতে ইচ্ছা করি, আমায় স্থান প্রদান করুন। ভৃগুমুনি ক্রোধিত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত অবগত করাইয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়া ক্ষণমাত্রও তথায় অবস্থিতি করিতে দিলেন না।

ব্যাসদেব ঋষিমুখে এই প্রকার আত্মনিন্দা শুনিয়া মহাদেবকে আপন দুঃখভাগী বিবেচনা করিয়া বলিলেন; রে পামর জ্ঞান-বঞ্চক শিব, তুই কেন বার বার আমাকে বিড়ম্বনা করিয়া অনিষ্ট করিতেছিস? আমি অদ্যাই এস্থান হইতে প্রস্থান করিতেছি। এই বলিয়া যখন তিনি ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইবার বাসনা করিলেন, তখন ভগবান বৃষধ্বজ তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, হে তপোধন! তুমি আমার অংশ-সম্ভূত, ইহাতে সন্দেহ করিও না। হে মুনিবর! পৃথিবীর অগ্নিকোণে পরমসুন্দর অতি গোপনীয় শ্রীচন্দ্রশেখর তীর্থ আছে, আমি কলিকালে উমার সহিত সেই চন্দ্রশেখরে চট্টলে বাস করিব। হে মুনি! তুমি সেই চন্দ্রশেখর সকল তীর্থ হইতে অধিক জানিও। কলিকালে সেই পরমরমণীয় ক্ষেত্র আমার প্রিয় বাসস্থান; সে স্থানে তত্ত্বদর্শী পরমজ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মাদি দেবগণ মুনি সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ

ভৈরবগণের সহিত অহোরাত্র তপস্যা করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছেন। তাহার দক্ষিণে তীর্থরাজ লবণাম্বু সমুদ্রের সঙ্গলাভ করিতে ভাগীরথী গঙ্গা স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। সেই চন্দ্রশেখর হিমালয়ের মত আমার আনন্দদায়ক। তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া ভগবান দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্যাসদেবকে বলিলেন, আমি এইরূপে তথায় উমার সহিত বাস করিব; তুমি সেই স্থানে আমার লিঙ্গ সমীপে গমন কর। তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই জানিও। সেই মঙ্গলকর মদীয় ক্ষেত্র অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর, পবিত্র ও মোক্ষপ্রদ। সে স্থানে অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণা বাস করিতেছেন। ঈদৃশ সিদ্ধপীঠে আমি পার্ব্বতীর সহিত বাস করিব। এই বলিয়া ভগবান অদৃশ্য হইলেন। তদনন্তর বেদব্যাস চন্দ্রশেখরে প্রস্থান করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ভগবান তাঁহাকে তপোমগ্ন দেখিয়া সাক্ষাৎ হইয়া বলিলেন, তুমি বর গ্রহণ কর। তখন ব্যাসদেব বলিলেন, আপনি পূর্ব্বে কাশীতে আমাকে যে রূপ দেখাইয়াছিলেন এখন সেই রূপে এখানে অবস্থান করুন, ইহাই আমার বর প্রার্থনা। ভগবান কহিলেন, পৃথিবীতে গয়াদি যে সকল তীর্থ বর্ত্তমান আছে, সেই সকলকে এই সিন্ধু সমীপে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে স্থাপিত করিয়া সেই সমুদায় তীর্থের সহিত তুমি তীর্থাধিষ্ঠিত বিগ্রহ হইয়া ত্রিলোক পরিত্রাণ কর। তোমার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এই বলিয়া ভগবান তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী ভূমি খণ্ডে ত্রিশূল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই ভূমি খণ্ড কুণ্ডরূপে পরিণত হইয়া জলপূর্ণ হইলে তন্মধ্যে ধূমাবৃত অগ্নি শিখা উঠিতে লাগিল। ব্যাসদেব সন্তুষ্ট হইয়া কুণ্ডের পশ্চিমাংশে পাষাণ

দেহ ধারণ করতঃ ধ্যানে মগ্ন হইয়া আছেন। সেই ক্ষেত্রের কোন স্থানে মহাকালী, কোন স্থানে ত্রিলোকদুর্ল্লভ স্বয়ম্ভু লিঙ্গ, কোথাও ত্রিপুরা ভৈরবী, কোথাও বা কাত্যায়নী শক্তি, কোন স্থানে একোনকোটী শিবলিঙ্গ, কোন স্থানে পাষাণ কোটরস্থ মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নরসিংহাদি দশাবতার বিরাজ করিতেছেন। হে দ্বিজগণ, সেই স্থানে রামচন্দ্র এবং সীতা স্বয়ম্ভু লিঙ্গ দর্শন করিয়া সকল অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। সেই স্থানে চট্টে-শ্বরী অন্নপূর্ণারূপে সাধুদিগের রক্ষার্থ ও দুষ্টগণের বিনাশের নিমিত্ত কখন বিরূপাক্ষে, কখন চম্পকারণ্যে, কখন বা বাড়বানলে, কদাচিৎ মন্দাকিনীতে, লিঙ্গরূপী শিবের সহিত বিহার করি-তেছেন। হে দ্বিজগণ, যে সেই চন্দ্রশেখর পর্ব্বতস্থ ফল্গু তীর্থে পিণ্ড দান করে তাহার ফল আমি কি বলিব। যদি কোন পুণ্যবান পুরুষ তথায় গমন করিয়া পঞ্চত্ব পায় সে শিবলোক প্রাপ্ত হয়। এমন কি দেহ ও অস্থি ফেলাইলেও তাহার মুক্তি হয়। সেই চন্দ্রশেখরে মানব, পতঙ্গ, ব্যাঘ্র, মৃগ, শশক প্রভৃতি জীবগণের যদি মৃত্যু হয় তাহাদেরও মোক্ষ হইয়া থাকে। যে তীর্থে শিবের সাক্ষাৎ সর্ব্ব জীবগণ কোন সময়ে মন্দাকিনীতে ভাসমান থাকে, যে স্থানে হরশীর্ষ নিবাসী সর্পগণ আছে, যে ক্ষেত্রে ভৈরবগণ এবং তাঁহার শরীরসম্ভূত দেবগণ বিরাজ করিতেছেন, যে স্থান শিবজটাবৃত্ত স্বর্গঙ্গা কর্ত্তৃক প্লাবিত হয়, সেই চন্দ্রশেখরে কখন পঞ্চত্ব লাভ করিব এই বলিয়া ত্রিলোকবাসী প্রাণীরা গান করিয়া থাকেন। যে তীর্থে কাশী, প্রয়াগ, ভুবনেশ্বর, সমুদ্র, গঙ্গা, এবং নৈমিষারণ্য একত্র বর্ত্তমান আছে, সেই তীর্থে সদানন্দ শুভপ্রদ অতিসূক্ষ্ম পরমপবিত্র ভগবান লিঙ্গরূপে বিরাজ

করিতেছেন। সে স্থানে মানবের অদৃশ্য অনেকানেক তীর্থ গুপ্ত ভাবে আছে। যদি কোন পুণ্যবান মানব ভাগ্যক্রমে সেই সকল তীর্থ দর্শন করে সে তখনই শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। অদ্য আমি স্নেহে চঞ্চলচিত্ত হইয়া গুহ্যাতিগুহ্য সেই রহস্য তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিলাম। এই পরমাদ্ভুত লিঙ্গরাজ চরিত্র শিব তন্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। হে দ্বিজগণ গাত্রোত্থান কর, আমরা তথায় গমন করিব।

এই বলিয়া সূতমুনি ষষ্টিসহস্র ঋষি সমভিব্যাহারে সেই নৈমিষারণ্য হইতে চন্দ্রশেখরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে ব্যাস কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া স্বয়ম্ভু দর্শন করতঃ পরম গতি লাভ করিয়াছিলেন। সেই মুনিগণ মানবের অদৃশ্য হইয়া চন্দ্রশেখরের দক্ষিণ দিকে গিরিকন্দরে বাস করিতেছেন।

মুনিগণ আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জ্ঞান প্রকাশক! এখন সীতাকুণ্ড বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া আমাদের অজ্ঞতা দূর করুন। সূতমুনি বলিলেন, সীতার স্নানার্থ ও জগতের হিতার্থ বাড়বাগ্নি-মিশ্রিত উষ্ণ-জল-বিশিষ্ট রমণীয় কুণ্ড ভার্গব মুনি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই কুণ্ডের উত্তরাংশে দেব সিদ্ধ ঋষিগণ বাস পূর্ব্বক তথায় স্নান করেন। সেই কুণ্ডের মাহাত্ম্য আমি কি বলিব। তথাপি কিছু শ্রবণ কর। রাম যখন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে ছিলেন, সেই সময় তাঁহার উপদেশ মতে পূর্ব্বোত্তর পুরী গমন করেন। সেই পুরীতে পীতবস্ত্র-ধারী পরমজ্ঞানী এক মহর্ষিকে দেখিয়া রাম বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, হে দেব! আপনি কি নিমিত্ত এখানে বাস করিতেছেন। তখন মুনি চক্ষু মেলিয়া জানকী লক্ষ্মণ সহ রামচন্দ্রকে দেখিয়া

বলিলেন। আমি শুনিয়াছি তুমি আমাদিগকে ত্রাণ করিবার জন্য রাজন্য বংশে জন্মিয়াছ। শিবারাধ্যা মুক্তকেশী সীতা যাঁহার অনুগামিনী তাঁহার কি সৌভাগ্য! হে রাম! ইনি তোমার গৃহিণী নহেন, ইনি ত্রিলোকজন-পাবনী যোগনিদ্রা স্বরূপা। ইনি অবলীলাক্রমে তোমার অসাধ্য কার্য্য করিতে পারেন। হে রামচন্দ্র! আমার ভাগ্য বশতঃ ইনি এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। পূর্ব্ব দেশের দক্ষিণাংশে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে ভগবান ভার্গব সীতার নামে একটি কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমি বাড়বাগ্নি শোভিত সেই মহাকুণ্ডকে স্বয়ম্ভু লিঙ্গের পশ্চিমে, বায়ু পর্ব্বতের দক্ষিণে, নাভি গঙ্গার উত্তরে, ফল্গুর পশ্চিমে, জ্যোতির্ম্ময়ের পূর্ব্বে, নিম্ন ভাগে অবস্থিত দেখিয়াছি। তাহা শুনিয়া রামচন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এক রাত্রি তথায় বাস করিলেন; রাত্রি প্রভাত হইলে সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত সেই মহর্ষির সঙ্গে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে গমন করিলেন। সেই সময়ে আদ্যাশক্তি ব্রহ্মপীঠবাসিনী নীলজীমূতসঙ্কাশা অরুণাধরা ধ্বজ-চামর-বেষ্টিতা ত্রিনয়না অষ্টভুজা হইয়া সীতাও রামের অজ্ঞাতসারে স্নানার্থ কুণ্ডে নিমগ্ন হইলেন। রাম কুণ্ডের তীরবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন সীতা কুণ্ড হইতে উঠিতেছেন না; তখন রাম ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মুনিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, এই কুণ্ড আমার প্রাণ হরণ করিল অতএব আমি ইহাকে এই শাপ প্রদান করিলাম যে, কলিকালে ইহা চারি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত প্রকাশিত থাকিয়া পরে মানবের অদৃশ্য হইয়া গুপ্ত ভাবে অবস্থান করিবে। এই কথা বলিতে না বলিতে সীতা কুণ্ড হইতে উঠিলেন। তখন রাম পরম পুলকিত হইয়া

মণিপর্ব্বত শেখরে গিয়া শিবলিঙ্গ দর্শন করিলেন। পরে লবণ সমুদ্রে স্নান করিয়া চন্দ্রশেখরে পুনঃ আসিয়া মুনিবরকে সন্তুষ্ট করিলেন। তদনন্তর সীতা এবং লক্ষ্মণকে সঙ্গে করিয়া পুনর্ব্বার গোদাবরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

হে মুনিগণ! এই অনন্ত পুণ্যদায়ক পরম গুহ্য অনন্ত লিঙ্গ-রাজ চরিত্র তোমাদিগের নিকট কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম। সেই ভগবান শিব সুরমুনি কর্ত্তৃক পূজিত ও চিন্তিত হইয়া এই ভুবন মধ্যে চট্টলে বাস করিতেছেন। ইতি।

---

## ৺ চন্দ্রনাথ তীর্থের বর্ত্তমান অভাব।

বর্ত্তমান সময়ে কলিযুগের প্রধান তীর্থ চন্দ্রনাথ ধামে অনেক বিষয়ে অভাব পরিলক্ষিত হয়। সর্ব্বপ্রথমে এই ধামে সাধু ঋষিদের বাস করিবার বিশেষ অসুবিধা। অন্যান্য তীর্থে যেরূপ সাধু শান্তদের পরিচর্য্যার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে এখানে সেরূপ কিছুই নাই। মোহান্ত বাবাজী মাত্র এই থানের কল্পতরু, তিনি অকাতরে অন্ন দান করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু শুধু তাঁহার উপর নির্ভর করিলে হয় না। কর উঠিয়া যাওয়াতে শম্ভুনাথের আয় অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। অন্যান্য তীর্থের মত এইখানে যদি কয়েকটি অন্নসত্র খোলা হয় তবে কষ্ট দূর হয়। বাস করিবার জন্য যদি স্থানে স্থানে কয়েক খানা ধর্ম্মশালা থাকে, তবে তাহাতে সাধুগণ থাকিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ ঊনকোটি শিব, বিরূপাক্ষ, পাতাল প্রভৃতি স্থানে যাইতে নিতান্ত কষ্ট হয়। চন্দ্রনাথে যাইবার

যেরূপ শিড়ি আছে এই সকল স্থানেও যদি সেইরূপ বন্দোবস্ত হয় তবে সকলে বিনা ক্লেশে দর্শন করিতে পারে। এই সমস্ত লিখিয়া কি হইবে, তাঁহারই ইচ্ছায় এই তীর্থ সময়ে কাশী প্রভৃতি স্থানের মত হইবে অনুমান করা যায়। বর্ত্তমান সময়ে অনেকানেক তীর্থ অপ্রকাশ আছে, এই সকল তীর্থ প্রকাশ করিবার জন্য যদি জ্ঞানী সাধু ব্রাহ্মণেরা চেষ্টা করেন তবে অনেক তীর্থ প্রকাশ পাইবে আশা করি। বর্ত্তমানেও কয়েকটি কুণ্ড নূতন প্রকাশ হইয়াছে। এইখানে ধর্ম্মশালা প্রভৃতি স্থাপিত হইলে এবং সাধু-সেবার বিশেষ বন্দোবস্ত হইলে বড় ভাল হয়। যিনি এই সমস্ত সুমহৎ কার্য্য করিবেন তিনি ইহজন্মে পরম সুখী হইয়া অক্ষয় পুণ্য ও অনন্ত কীর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক অন্তে ভগবানের চরণ সরোজে বিলীন হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। এখন ক্রমশই এই সকল অভাব জনসাধারণে বুঝিতেছেন। সহসা তাঁহারই ইচ্ছায় এই সকল অভাব বিদুরিত হইবে সন্দেহ নাই।

---

## চন্দ্রনাথ তীর্থ-দর্শনের নিয়মাবলী।

সীতাকুণ্ডে উপস্থিত হইলে চন্দ্রনাথ ও বিরূপাক্ষ দেবের মন্দির দৃষ্ট হয় তখন ভক্তিভরে উদ্দেশে নমস্কার করিয়া কোনও ঘরে সুবিধামত আশ্রয় নিতে হয় এবং ইচ্ছামত কাহাকেও তীর্থ-পুরোহিত স্বীকার করিয়া কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে হয়। ব্যাসকুণ্ডে উপস্থিত হইয়া দ্বারপাল ভৈরব ও ব্যাসদেবকে ভক্তিভরে প্রণিপাত করিয়া ব্যাসকুণ্ডে যথাবিধি স্নান-দান-তর্পণাদি করিয়া

দ্বারপাল ভৈরব, ব্যাস, চণ্ডী দর্শন ও পূজন করিয়া বটুবৃক্ষকে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পঞ্চলোষ্ট্র প্রদান করিতে হয়। পরে শিব শম্ভু নাম করিতে করিতে একাগ্রচিত্তে প্রাকৃতিক অলৌকিক শোভা সৌন্দর্য্য দর্শন করতঃ স্বয়ম্ভূনাথের শ্রীচরণে উপস্থিত হইয়া ধূলীপায়ে দৃঢ় ভক্তিভরে প্রণাম করিবে। পরে মন্দাকিনী জলে স্নান-দান-তর্পণাদি করিয়া বিল্বপত্র ও জল ফুলাদি পূজা দ্রব্য লইয়া প্রথমতঃ নাটমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক ভক্তিভরে তীর্থগুরু মোহান্ত বাবাজির শ্রীচরণ পূজা করিয়া প্রণামী দিয়া অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। পরে গুরু-পাদুকা ও দ্বাদশ শালগ্রাম দর্শন করিয়া স্বয়ম্ভূনাথের শ্রীচরণ সরোজে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক পূজারীর উপদেশ মতে দর্শন স্পর্শন ও পূজা করিতে হয়। শম্ভুনাথের পূজা ও আরতি দিবসে তিনবার হয়, প্রথমতঃ অতি প্রত্যূষে মঙ্গল আরতি হইলে পর বাশীপূজা সমাধা হয়, তার পরে মধ্যাহ্ন পূজা ও আরতি হয়, তার পরে মোহান্ত বাবাজির পূজা আরতি হয়, এই সময়ে পূজারী ও সেবাকারী লোক ব্যতীত অন্য কাহারও মন্দিরে প্রবেশ করিবার নিয়ম নাই, পূজাত্রয় শেষ হইতে প্রায় বেলা ৮।৯ ঘটিকা হয়। ইত্যবসরে সুবিধামত অন্যান্য তীর্থাদি দর্শন করিয়া আসিতে পারা যায়। শম্ভুনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় পরম পবিত্র হইয়া হস্তপদাদি উত্তমরূপে ধৌত করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, গায়ে উত্তরীয় বস্ত্র ব্যতীত কোট, পীরান, যষ্টি, হুকা, ছাতি প্রভৃতি লইবার নিয়ম নাই; অনেক যাত্রী অজ্ঞতা বশতঃ এইরূপ করিয়া থাকে। মধ্যাহ্ন পূজা ব্যতীত অন্যান্য পূজাতে ঘণ্টা বাজাইবার নিয়ম নাই। এই প্রকারে পূজা ও আরতিত্রয়

সম্পন্ন হইলে যাত্রীরা দর্শন করিতে পারেন। দর্শন ও পূজা করিবার সময় অতি অল্পকাল মাত্র। ১২ টার সময় শম্ভুনাথকে ধৌয়ান হয়, তারপর ভোগ হয়, তারপরে বাবার শিঙ্গার হয়। এই সময়ে কাহরও দর্শন হয় না। শিঙ্গারের পর মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়, আর দিবসে খোলা হয় না। সন্ধ্যার সময় পুনঃ খোলা হয়, তখন আরতি হইয়া থাকে; এই সময়ে যাত্রীরা দূর হইতে দর্শন মাত্র করিতে পারে, স্পর্শ করিবার নিয়ম নাই। প্রকৃতপক্ষে শম্ভুনাথের দর্শন হইলেই যথেষ্ট, দর্শনে সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হয়। এখানে বিশেষ পূজাদি করিতে পারা যায় না, যেহেতু সর্ব্বদা লোক পরিপূর্ণ থাকে। আরতির পর অনেকক্ষণ দরজা খোলা থাকে, পরে রাত্রি ১০ টার সময় আবার ভোগ হইয়া দরজা বন্ধ হয়। দরজা বন্ধ হইলে পূজারীরা পর্য্যন্ত তথায় যাইতে পারে না, অনেক পূজারী এরূপ দরজা খোলাতে বাবার রোষনয়নে পড়িয়া অনেক কষ্ট পাইয়াছে। রাত্রে দরজা বন্ধ হইলে নিশির সময় যেন আবার পূজা হইতেছে এরূপ বোধ হয়, বাস্তবিক এই সময়ে দেবতারা আসিয়া বাবার পূজা করেন, তাই এ সকল নিয়ম হইয়াছে। সোমবার দিন সকল সময় দর্শন করিতে পারা যায়, সেই দিন বাবার শিঙ্গার হয় না। রাত্রিতে প্রদোষ পূজা হয়, তারপরে ভোগ দেওয়ার পরে শিঙ্গার হয়, তারপর আর কেহই দর্শন করিতে পায় না।

যথাশক্তি মতে পূজা করিয়া চরণামৃত গ্রহণপূর্ব্বক পূজারী হইতে ভক্তিভরে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ. করতঃ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পূজারীগণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। স্বয়ম্ভুনাথের চতুর্দ্দিকে লোহার বেড়া আছে, যে কোন দিক দিয়া পূজা করিতে পারা

যায়, হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করিতে হয়। পরে তথায় রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বাসুদেব ও অন্নপূর্ণা দর্শন করতঃ মহানন্দে, প্রেমভরে স্তব নৃত্য ও দণ্ডবৎ করিয়া পূর্ব্বদিকে পাশের দরজা দিয়া বাহির হইয়া সাক্ষীশিব দর্শন করিবেক। পরে বাবার দরজায় মহাকাল ভৈরবকে দর্শন করিয়া নব ভৈরব প্রভৃতি ক্ষেত্রস্থ দেবতা সকল দর্শন করিতে হয়। যদি সময় থাকে তবে ব্রাহ্মণ সঙ্গে করিয়া কোটিলিঙ্গ, ছত্রশিলা, কপিল আশ্রম ইত্যাদি দর্শন স্পর্শন ও পূজা করিয়া বিরূপাক্ষে উঠিতে হয়। পরে তথা হইতে চন্দ্রনাথে আসিবে চন্দ্রনাথের নিকটে পাতালে যাইবার রাস্তা আছে, তথায় যাইয়া হরগৌরী, শিব, শালগ্রামশিলা ও কামাখ্যা দর্শন স্পর্শন ও পূজা করিয়া পুনঃ চন্দ্রনাথে আসিয়া চন্দ্রনাথ-পীঠ দর্শন স্পর্শন ও পূজাদি করিয়া স্বয়ম্ভুনাথের বাড়ী যাইতে হয়। তথা হইতে নীচে আসিবার সময়, কালীদর্শন ও মন্মথ নদে স্নান দানাদি করিয়া জ্যোতির্ম্ময় দর্শন করিতে হয়। পরে গহ্বরে নামিয়া ধর্ম্মাগ্নি দর্শন ও পঞ্চকুণ্ডে স্নান দানাদি করিয়া আশ্রমে আসিতে হয়। এক দিনে এই সমস্ত দর্শন করা বড় কষ্টকর। পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া রেলযোগে বা পদব্রজে বাড়বে যাইতে হয়, তাহার ভাড়া তিনটি পয়সা মাত্র। তথা হইতে দর্শনাদি করিয়া পুনঃ সীতাকুণ্ডে আসিয়া পর দিনে লবণাক্ষ দর্শন করিতে যাইবে। তথায় দর্শনাদি করিয়া সীতা-কুণ্ডে আসিয়া সুফল প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হয়। কুমারীকুণ্ড দর্শন করিতে হইলেও বরাবর রেলযোগে যাওয়া যায়। যাঁহারা আদিনাথ যান তাঁহারা চট্টগ্রাম সহরে উপস্থিত হইয়া চট্টেশ্বরী দর্শন করতঃ তথা হইতে নৌকাযোগে একেবারে আদিনাথ

যাইতে হয়, আদিনাথ তীর্থের ও শম্ভুনাথের মোহান্ত একই। লবণাক্ষ ও বাড়বে দুইজন মোহান্ত আছেন তাঁহাদিগকে প্রণামি ইত্যাদি দিতে হয়। হাঁটিয়া যাইবারও রাস্তা আছে, নৌকাতে যাওয়াই বিশেষ সুবিধা। সিন্ধুতীরে আদিদেব আদিনাথকে দর্শন করিয়া তথা হইতে পুনঃ নৌকাযোগে রামকোটে যাইয়া রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও শঙ্করকে দর্শন করিতে হয়। এই সকল স্থানে কোনও কষ্ট নাই। আদিনাথ ও রামকোটে বৌদ্ধ মগের সংখ্যা বেশী, তাহারা বড় সরল ও সত্যবাদী। পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহাদের মধ্যে বিশেষ স্থান পায় নাই। সংক্ষেপে তীর্থ কার্য্যের বিষয় শেষ করিলাম। এতদ্ব্যতীত বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে লিখিলে যথাসাধ্য মতে আমি অবগত করাইতে পারি।

শ্রীপ্রাণকুমার চক্রবর্ত্তী।
চট্টগ্রাম, পোঃ সীতাকুণ্ড, চন্দ্রনাথ ধাম।

---

## ৺চন্দ্রশেখর তীর্থে যাইবার উপদেশ।

কলিকাতা সিয়ালদহ ষ্টেশনে রেলে চাপিয়া বরাবর গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত যাইতে হয়, তথা হইতে ষ্টীমারে চান্দপুরে আসিতে হয়। গোয়ালন্দে উপস্থিত হইলে ষ্টীমারে উঠিবার অনেক সময় থাকে, সেই খানে সুবিধামত আহারাদি করিতে পারা যায়। চান্দপুরেও ২।৩ ঘণ্টা সময় পাওয়া যায়, তথায়ও আহারাদি করিবার সুবিধা আছে, সাধারণ সময়ে দ্রব্যাদি বেশ সস্তা থাকে। পরে চান্দপুরে রেলগাড়ী চাপিয়া একেবারে

সীতাকুণ্ডে উপস্থিত হওয়া যায়। চান্দপুর হইতে সীতাকুণ্ডে আসিতে কিম্বা সীতাকুণ্ড হইতে চান্দপুরে যাইতে মধ্যযোগে লাকসাম নামক জংসনে গাড়ী বদল হয়। সীতাকুণ্ড ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে পাণ্ডা ব্রাহ্মণেরা সাগ্রহে আপন আপন বাড়ীতে লইয়া যায়। যাত্রীগণ তখন আপন আপন অভিরুচিমত আশ্রয় নিয়া থাকে। এই খানে খাদ্য দ্রব্যাদি সুবিধা মত পাওয়া যায়।

---

## শ্রীশ্রীহরগৌরীর আরতি।

১

ওঁ জয় শিব ওঁকার (শিব) হর ভজ ওঁকার, ব্রহ্মা বিষ্ণু চন্দ্রনাথ, ভোলানাথ শম্ভুনাথ, অর্দ্ধাঙ্গী গৌরী, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

২

একানন চতুরানন পঞ্চানন রাজে, শিব পঞ্চানন রাজে, হংসাসন গরুড়াসন বৃষবাহন সাজে, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

৩

অক্ষমালা বনমালা রুণ্ডমালাধারী, শিব রুণ্ডমালাধারী, চন্দন মৃগ মধু লেপন ভালে শশিধারী, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

৪

দ্বিভুজা চতুর্ভুজা ছয়ভুজা অষ্টভুজা তোমা শোভে, শিব দশ-ভুজা তোমা শোভে, তিনরূপ নিরাকার শঙ্কররূপ নিরাকার ত্রিভুবন জগ মোহে ওঁ হর হর হর মহাদেব।

পীতাম্বর চিতাম্বর বাঘাম্বর অঙ্গে, শিব বাঘাম্বর অঙ্গে, শৌনেকাদিক প্রভূতাদিক ভূতাধিক সঙ্গে, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

৬

গায়ত্রী সাবিত্রী লক্ষ্মী পার্ব্বতী সঙ্গে, শিব ঐ অর্দ্ধাঙ্গী গৌরাঙ্গী অর্দ্ধাঙ্গী প্রিয়াসঙ্গী শিব গৌরী সঙ্গে, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

৭

কর মধ্যে কর মণ্ডল চক্র ত্রিশূল ধর্ত্তা, শিব ঐ দুঃখ হর্ত্তা, সুখকর্ত্তা, যুগে পালন কর্ত্তা, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

৮

ব্রহ্মা বিষ্ণু সদাশিব তিন অন্তর নাহি করোনা, হরিহর জপতে ব্রহ্মা, শিব শিব রটতে বিষ্ণু, ভবসাগরোত্তীরণম্, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

৯

সচ্চিদানন্দস্বরূপ ত্রিভুবন কি রাজা, শিব ঐ চারিবেদ উচ্চারত, শঙ্কর বেদ-বিশারদ অনাহত কি ভাজা, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

১০

চৌষট্টি যোগিনী মঙ্গল আরতি নৃত্য করয়ে ভৈরব, শিব ঐ বাজিছে তালমৃদঙ্গ, বাজিছে শঙ্খমৃদঙ্গ, আরও বাজিছে ডমরু, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

১১

শিবজিকে কাণমে কুণ্ডল গলে মতিয়ার মালা, শিব ঐ জটামে গঙ্গা বিরাজিছে উড়িছে মৃগছালা, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

১২

চন্দ্রনাথমে বিশ্বনাথ বিরাজিছে নন্দ ব্রহ্মচারী, শিব নিত্য নিত্য ভোগ লাগাওত, প্রতিদিন মঙ্গল গাওত, মহিমা অতি ভারী, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

১৩

শম্ভুনাথ কি আরতি নিশাদিন পড়ি গাবে, শিব সবীদিন পড়ি গাবে, ভজত শিবানন্দ স্বামী জপত, হর হর হর স্বামী (মন) ইচ্ছা ফল পাবে।

---

## ৺ চন্দ্রনাথের মাহাত্ম্যপ্রকাশক গীতাবলী।

১ নং গান।

সুন্দর দয়াল-গুরু।
বাসনা পূরাতে ভবে তুমি কল্পতরু॥
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি কালী, তুমি জিষ্ণু,
তুমি হরি, তুমি কৃষ্ণ, তুমি সুরগুরু।
হে শম্ভো! জগৎ গুরু, ভবকাজ হ'ল সুরু,
সাধি যেন অনায়াসে চাহি মাত্র গুরু॥

---

২ নং গান।

যাও চন্দ্রশেখরে নেহার রূপ তাঁরি।
অষ্টশক্তি অষ্টমূর্ত্তি জটাজূটধারী॥

গৌরীপীঠ স্বর্ণধারা, বহে গঙ্গা মনোহরা,
বামে বিরাজেন মাতা দেখ আঁখি ভরি।
শম্ভুনাথ নাম ক'রে পাখী জপ স্তব করে,
অবোধ মানব কেন র'লে ভ্রমে পড়ি॥
যদি তাঁরে দেখ্‌তে চাও, জ্ঞান চক্ষু মেলে দাও,
মানসে হরষে পূজ দৃঢ় ভক্তি করি।
শুন হে ভারতবাসি, শ্রীচন্দ্রশেখরে আসি,
পূজ হে যতনে তাঁরে দিয়ে বিল্ববারি॥
পাথরেতে জ্যোতি জ্বলে, শিবযোগ নেত্রানলে,
প্রকৃত শান্তির স্থান এ কৈলাসপুরী॥

৩ নং গান।

চট্টলে দক্ষিণ বাহু প'ড়েছে মা অভয়ার।
(কত) যোগীঋষি পূজে বসি ঐ রাঙ্গা চরণ সার॥
ব্যাসকুণ্ডে ব্যাসমুনি, পূজে নিত্য শূলপাণি,
বটুক ভৈরব চণ্ডী বটুবৃক্ষ পূজে আর।
রামসীতা লোকত্রাতা, পূজে নিজে গৌরীমাতা,
স্বয়ম্ভূবাসিনী পূজে শম্ভুনাথ অনিবার॥
পূজ প্রেমভক্তিভরে, হৃদি পদ্মে যত্ন ক'রে,
নির্গুণা প্রকৃতি পূজ ব্রহ্মময়ী সারাৎসার।
দীনহীন এই কয়, শক্তিপূর্ণ ব্রহ্মময়,
যেই শক্তি সেই ব্রহ্ম শক্তি ব্রহ্ম একাকার॥

শিবনেত্র জ্যোতির্ম্ময়, দরশনে পাপক্ষয়,
রামলক্ষ্মণ সীতাকুণ্ড বৃষ নাভিকুণ্ড আর।
ক্রমদীশ শম্ভুনাথ, বিরূপাক্ষ চন্দ্রনাথ,
যে নর দর্শন করে পুনর্জ্জন্ম হয় না তার ॥
কোটিলিঙ্গ মনোহর, পূজরে পাতালেশ্বর,
সুরধুনী মন্দাকিনী বহে কিবা চমৎকার।
দেখরে বাড়বানলে, জলেতে অনল জ্বলে,
এমন প্রত্যক্ষ তীর্থ ভবে কোথা পাবি আর ॥

৪ নং গান।

সদাই শিবরাম শিবরাম বল্‌রে আমার মন।
অন্তিম কালেতে হবে কৈলাসে গমন ॥
একেত আনন্দ-কানন, তাহে বারাণসী,
বামে বিরাজেন মাতা উমা পূর্ণশশী,
নিত্য মণিকর্ণিকায় স্নান দান ধ্যান,
পূজা কর হরগৌরীর যুগল চরণ।
কাল-ভৈরব আদি করি কর্‌ছে আকর্ষণ,
পাপী-তাপী মিলে সবে কররে দরশন ॥
বাবা আমার জগৎ রাজা মাতা জগৎ রাণী,
ক্ষুধায় অন্ন পিপাসায় জল সদা দিচ্ছেন তিনি
গাছের ফল নয় রে বাবা গাছের ফল নয়,
অক্ষয় অমর ফল ফলিবে নিশ্চয় ;

শিবময় শিবময় শিবময় কাশী,
নয়ন মুদে দেখ্‌রে হৃদে শিব আছেন বসি ;
মহাকাল দ্বারপাল সহিত নগরপাল ;
ত্বরায় এসে দেখ সবে নাহি কালাকাল ;
হরির গুরু হরানন্দ দেখ্‌রে জগজ্জন,
মা আমার পূর্ণানন্দ (দেখ) যুগল মিলন ॥
জরা ব্যাধি আর হবেনা হরি হরি বল,
হরিপুরেব এ নিশানা চন্দ্রনাথে চল ;
বাবা কল্পতরু হ'য়ে প্রেম বিলাবে ভবে,
মা আমার অন্নদানে রক্ষা করে সবে ;
চল চল পামর মন চন্দ্রনাথে চল,
শম্ভু দরশনে পাপ ঘুচিবে সকল ;
গঙ্গাজল বিল্বদল করি আহরণ,
একাসনে হরগৌরী কররে পূজন ॥